

সিপিএমে বড় রদবদল, সম্পাদকমণ্ডলীতে এলেন মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীতে এসেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অতীতকালেই ছিলেন তিনি, এবার এলেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীতেও। নতুন সদস্য হলেন সৈয়দ হোসেনও। পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক সৈয়দ। সোমবার সিপিএমের ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি’র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজফ্ফার আহমেদ ডবনে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রামচন্দ্র ডোম। এদিনের বৈঠক থেকেই দলের নতুন



রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। ১৫ জন সদস্য আছেন সেই কমিটিতে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়েছেন জীবেশ সরকার, অমিয় পাত্র। আগেই রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছিলেন এই দুই প্রবীণ নেতা। জানা গিয়েছে, বয়সের কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছিল তাদের। সেই জায়গায় দুই বর্ধমান থেকে দুই নেতা নেত্রীকে যুক্ত করা হয়েছে তালিকায়। নবগঠিত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন- ১. মহম্মদ সেলিম ২. রামচন্দ্র ডোম ৩. শ্রীদীপ ভট্টাচার্য ৪. সুজন চক্রবর্তী ৫. আভাস রায়চৌধুরী ৬. শ্রীকান্ত লাহিড়ী ৭. সুমিত দে চ. দেবলীনা হেমব্রম ৯. দেবব্রত ঘোষ ১০. অনারী সাহু ১১. কল্লোল ঝাঙ্গুলাম ১২. পলাশ দাশ ১৩. জিয়াউল আলম ১৪. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ১৫. সৈয়দ হোসেন। কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকায় যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছেন মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ বোস, সমন পাটক, দেবব্রত ঘোষ ও সৈয়দ হোসেন।

তাপমাত্রা ৪০ পার করল বলে, জারি হল অ্যালাট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই আশঙ্কা ছিল, এবার গরম বাড়বে। যে নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল, তার জেরেই গত সপ্তাহে দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। সকালের দিকে গরম থাকলেও বিকেলে বা সন্ধ্যায় আরম্ভস্বরূপ আবহাওয়া অনুভূত হয়েছে। তবে, এবার সেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা। গরমের দাপট একলাফে অনেকটা বাড়ার আশঙ্কা। সোমবারই অ্যালাট (সতর্কবার্তা) জারি করা হল আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। কলকাতাতে তো তাপমাত্রা বাড়বেই, তবে পশ্চিমের জেলা অর্থাৎ পুরুলিয়ার, বাঁকুড়া যেনাভাবে তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে, তা বেশ



উদ্বেগজনক। সোমবার সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরম বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। দরদর করে বেরচ্ছে ঘাম। হাওয়াও খুব বেশি নেই, ফলে সন্ধ্যার পর তাপমাত্রা কমবে, এমন আশাও খুব একটা নেই। তবে আগামীদিন হতে পারে ভয়ঙ্কর। আগামী ৪ দিনে ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। পশ্চিমাবঙ্গে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। মূলত ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার, বাঁকুড়াতে সতর্ক করা হয়েছে। ওইসব জেলায় ৪১ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। কলকাতায় ভ্যাপসা গরমের অবস্থা আরও বাড়বে। এখনই ৪০ না পেরেলেও ৩৭ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে মহানগরের তাপমাত্রা।

কাঁধের সমস্যা রাজ্যপালের, বিবৃতি দিয়ে জানা রাজভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ ওয়াকফ ইস্যুতে অশান্তি ছড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদে। সেখানের এলাকা পরিদর্শনে গেছিলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস। শনিবার জেলা সফর থেকে ফিরেছিলেন তিনি। আর সোমবারই তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, তাঁর হাটে ব্লকেজ ধরা পড়েছে। তবে সে কথা বলল না রাজভবন। বিবৃতি দিয়ে কী জানাল তাঁরা? রাজভবন স্পষ্ট করেছে, রাজ্যপালের হাটে কোনও সমস্যা হয়নি, হয়েছে কাঁধে। তাঁদের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘রাজ্যপালের কাঁধে হালকা ব্যথা অনুভূত হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি কন্যাভাস হাসপাতালে যান। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।’ রাজভবন এও জানিয়েছে, চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন এবং একদিনের জন্য তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শনিবার শালবনিতে জিন্দাল পাওয়ার গ্যাটের শিলাল্যাস ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



তবে সেখানে যাওয়ার আগেই হাসপাতালে রাজ্যপালকে দেখে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘রাজ্যপালের শরীর খারাপ। দেখে গেলাম। চিকিৎসা চলছে।’ স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের অসুস্থতার খবর উদ্বেগ ছড়িয়েছিল বাংলার রাজনৈতিক মহলে। তবে রাজভবনের তরফে বিবৃতি আসায় কিছুটা হলেও স্বস্তি। ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছিলেন রাজ্যপাল। সূতি থেকে শুরু করে খুলিয়ান, সামশেরগঞ্জের মানুষের সঙ্গে দেখা করেন তিনি, কথাও বলেন। এলাকার মানুষ তাঁকে সব অভাব-অভিযোগ জানিয়েছিলেন। গ্রামে স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্পের দাবিও জানান তাঁরা। রাজ্যপাল বোস মুর্শিদাবাদের মানুষকে আশ্বস্ত করে রাজভবনের পিসরুমের নম্বর দিয়ে এসেছেন।

ওড়িশায় গা-ঢাকা দিয়েও লাভ হল না, জিয়াউলের দুই পুত্রকে খুঁজে বের করল এসটিএফ

ঝাড়সুগুড়া, ২১ এপ্রিলঃ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন ওড়িশায়। সেখান থেকেই জাফরাবাদে পিতা-পুত্রকে খুঁজে অন্যতম অভিযুক্ত জিয়াউল শেখের দুই পুত্রকে আটক করল বেঙ্গল এসটিএফ। ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া থেকে আটক করা হয়েছে আরও ১৩ জনকে। মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনার পরই তাঁরা ঝাড়সুগুড়ায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে গোলামাল বাধে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায়। জাফরাবাদে



পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। গত শনিবার উত্তর দিনাজপুরের চৌপাড়া থেকে জিয়াউল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেঙ্গল এসটিএফ এবং স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তাঁকে গ্রেফতার করে। জাফরাবাদের পাতের সুলিভা পূর্বপাড়ার বাসিন্দা জিয়াউল। পিতা-পুত্রকে খুঁজে অন্যতম অভিযুক্ত তিনি। তাঁকে নিয়ে এই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফের পাঁচ

‘এমনটা আগে হয়নি, ঐতিহাসিক প্রকল্প’ শালবনিতে জিন্দাল কারখানার শিলান্যাস করে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, শালবনি, ২১ এপ্রিলঃ ‘এটা বাংলার জন্য ঐতিহাসিক প্রকল্প। এর আগে রাজ্যে এমনটা কখনও হয়নি!’ শালবনিতে জিন্দাল গোস্বামীর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করে এই মন্তব্যই করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বার্তায় পূর্ববর্তী বাম সরকারকেও খোঁচা দেন তিনি। বলেন, ‘‘আগে লোকে বলত লোডশেডিংয়ের সরকার, আর নেই দরকার। এই প্রকল্পের কারণে পরবর্তী ১০০ বছর বিদ্যুতের সমস্যা হবে না রাজ্যে।’’ এই অনুষ্ঠানে জিন্দাল গোস্বামীর কর্ণধার জানান, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। শুধু শালবনিতে নয়, গোটা রাজ্যের জন্যই এই প্রকল্প উন্নয়ন করবে। মুখ্যমন্ত্রী এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, ‘‘শালবনির কারখানার জন্য গোটা রাজ্য, ২৬ জেলাই উপকৃত হবে। ১৫ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান হবে। বিদ্যুতের আর কোনও সমস্যা হবে না। ২৪ ঘণ্টাই পরিষেবা মিলবে।’’ শালবনির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের

শিলান্যাস তো হল, আগামী দিনে শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা আরও কতটা উন্নতি করতে চলেছে তার একটা হিসেবও দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, রাজ্যে ৬টি ইকোনমিক করিডোর তৈরি হয়েছে। ডেউড়া-পাঁচামিতে বিশাল কোল ব্লক তৈরি হচ্ছে। সেখানে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে আগামী ৩০ তারিখ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। পুরুলিয়ার রথনাথপুরে পাঁচটি বড় কোম্পানি বিনিয়োগ করবে। ফলে আগামী কয়েক বছরে প্রচুর মানুষ কাজ পেতে চলেছেন বলে আশ্বাস এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে কত খরচ হয়েছে তার খতিয়ানও দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, ইতিমধ্যে ৭৬ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৩.৫ লক্ষ লাইন ও ৭৫০টার বেশি সাব স্টেশন তৈরি হয়েছে। আগে রাজ্যে ১ কোটি ৭ লক্ষ উপভোক্তা ছিলেন, এখন সেটা হয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। মমতা এও বলেন, ‘‘আগামী দিনে আরও ৪৮ হাজার



টাকার বিনিয়োগ প্রস্তুত এসেছিল। তার মধ্যে ১৬ লক্ষ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ হয়েছে। বিরোধীরা বারংবারই শিল্প ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারকে

নিশানা করে আসে। দাবি করা হয়, তৃণমূল আমলে শুধু বড় বড় কথা বলা হয়, আদতে শিল্প হয়নি আর

পারেন। তবে যারা বলেন বাংলায় শিল্প হয় না, হচ্ছে না, হচ্ছে না, তাঁরা চোখ খুলে দেখে যান।’’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। এখন সেটা ১০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য তা ১৮ হাজার মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া। বাংলার আরও বিদ্যুৎ দরকার।’’ নতুন প্রজন্মের কথা তুলে ধরে মমতা বলেন, ‘‘আমরা চাই না নতুন প্রজন্ম কোনও সমস্যার মুখে পড়ুক। তাদের জন্য উন্নয়নের কাজ করতে হবে। আরও ৪৮ হাজার কোটি টাকা আমরা খরচ করব।’’ এদিন বীরভূমের দেউড়া পাঁচামিতে এক ঘণ্টার কারখানা, দেউড়া পাঁচামিতে এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এই উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সৌরভ বলেন, ‘‘সব্জন জিন্দাল এবং তাঁর সংস্থাকে ধন্যবাদ কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নেওয়ার জন্য। আগে তাঁদের সিমেন্টের কারখানা

ছিল, এখন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও হতে চলেছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, যেখানেই জিন্দাল গোস্বামী বিনিয়োগ করেছে, সেখান শুধু কর্মসংস্থান হয়নি, এলাকার আমূল পরিবর্তন করে দেন তাঁরা। তাই আমি নিশ্চিত আগামী ৫ বছরের মধ্যে মেদিনীপুরের শালবনির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। এলাকার আরও উন্নতি হবে।’’ শালবনির কারখানা প্রসঙ্গে সৌরভেরও বক্তব্য, ‘‘আমি যখন আজ আসছিলাম তখন শুধু সিমেন্ট প্ল্যান্ট দেখেছি। আমি তখনদিকে খেলার মাঠ দেখেছি আর যারা এখানে কাজ করে তাঁদের জন্য ভিতরে খেলার মাঠ দেখেছি। তাই বলতে পারি এটা শুধু কারখানা তৈরি বা উৎপাদনের বিষয় নয়, রাজ্যের সার্বিক উন্নতি হবে, মানুষের জীবনের উন্নতি হবে এই প্রকল্পের জন্য।’’ সৌরভ এও আশা করেন, জিন্দাল গোস্বামী তাঁদের বিনিয়োগ শুধু মেদিনীপুরেই আটকে রাখবেন না, বরং সারা রাজ্যেই তাঁদের প্রসার ঘটাবেন।

সাত সকাল ভিআইপি রোডে দুর্ঘটনা, বাসের চাকায় পিষ্ট বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ সপ্তাহের শুরুতে সাতসকালে পথ দুটো ভি আই পি রোডের বাডুর আর্জিনিউয়ে। সরকারি বাসের চাকায় পিষ্ট বাইক আরোহী। এদিন সজল ৮টা ১৫মিনিট নাগাদ বাডুর আর্জিনিউয়ে ভি আই পি রোডে দুর্ঘটনা ঘটে। বারাসাত থেকে গড়িয়া যাচ্ছিল এপি-৩৭ রুটের বাস। কেষ্টপুরের দিক থেকে উল্টোভাঙার দিকে যাচ্ছিলেন বাইক আরোহী। বেপরোয়া গতিতে আসা সরকারি বাসের ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী। বাসের চাকা তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইক আরোহীর সাথে প্রথমে এক সাইকেল চালকের ধাক্কা লাগে। এরপরই বাইক নিয়ে পড়ে যান বাইক আরোহী। তারপরই পিছন থেকে আসা সরকারি বাসের নিচে চলে যায় বাইক আরোহী। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে তাঁরা। রাজ্যপাল বোস মুর্শিদাবাদের মানুষকে আশ্বস্ত করে রাজভবনের পিসরুমের নম্বর দিয়ে এসেছেন।

‘এই তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন? সত্যতা কোথায়?’ সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ে মুর্শিদাবাদের হিংসা-মামলা প্রত্যাহার আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টে মুর্শিদাবাদ হিংসা মামলা প্রত্যাহার আরও তথ্য নিয়ে মামলা করার নির্দেশ বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি এন কে সিংয়ের। মামলাকারী বক্তব্য ছিল, মুর্শিদাবাদে একাধিক ব্যক্তি ঘরছাড়া রয়েছেন। এমনকি আত্মকোঁতা সেই জায়গায় থাকতে পারছেন না। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছে, এমনকি রেল অবরোধেরও ঘটনা ঘটেছে। এই অভিযোগে তুলে আইনজীবী শশাঙ্ক

তাহলে অন্য কথা বলতে হয়। রাজ্য সরকার ছাড়া বাকিদের কাউকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি, তা নিয়েও শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েন আইনজীবী। শীর্ষ আদালতের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, গোটা মামলায় রিসার্চের ভীষণ অভাব রয়েছে। মামলাকারী আইনজীবী উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, ‘‘আপনার কী উদ্দেশ্য? আপনার খুব তাড়াতাড়ি আছে মনে হচ্ছে।’’ মামলা দায়ের করার ‘ডেকোরাম’



শেখর বা মামলা দায়ের করেন। কিন্তু এই যাবতীয় তথ্য তিনি কীসের ওপর ভিত্তি করে দিয়েছেন, তা আইনজীবীর কাছে জানতে চায় শীর্ষ আদালত। বিচারপতির প্রশ্ন, ‘‘কী করে তথ্য দিয়েছেন? কতদিন ওকালতি করছেন, কতগুলি জনস্বার্থ মামলা করেছেন?’’ এরপর মামলাকারী নিজেই মামলা প্রত্যাহার করেন। পরবর্তীতে আরও রিসার্চের ভিত্তিতে তিনি মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। এই মামলার সঙ্গে সংযুক্ত আরও একটি মামলাও নতুন কয়েকটি ঘটনাক্রম পিটিশনে যুক্ত করার জন্য প্রত্যাহার করা হয়।

আইনজীবী জানেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন করেন বিচারপতি। বিচারপতি সূর্যকান্তের বেক্ষের প্রশ্ন, ‘‘কী উদ্দেশ্যে এই মামলা করেছেন? কতদিন ওকালতি করছেন, কতগুলি জনস্বার্থ মামলা করেছেন?’’ এরপর মামলাকারী নিজেই মামলা প্রত্যাহার করেন। পরবর্তীতে আরও রিসার্চের ভিত্তিতে তিনি মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। এই মামলার সঙ্গে সংযুক্ত আরও একটি মামলাও নতুন কয়েকটি ঘটনাক্রম পিটিশনে যুক্ত করার জন্য প্রত্যাহার করা হয়।

জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের ৯ দিন আগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ আগামী ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিনই কাঁথিতে সনাতনী হিন্দুদের নিয়ে সভা করতে চান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুমোদন দিচ্ছে না পুলিশ। তাই ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার শুভেন্দু আদালতের দ্বারস্থ হলে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ। এই বিষয়ে মঙ্গলবার উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী পরিদর্শন করবেন। সেই অনুষ্ঠানের আগে কতটা নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে দিঘায়। সিসিটিভি-তে মুখে ফেলা হচ্ছে গোটা এলাকা।



সেজে উঠাচ্ছে নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। উদ্বোধনের উপস্থিতি থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী পরিদর্শন করবেন। সেই অনুষ্ঠানের আগে কতটা নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে দিঘায়। সিসিটিভি-তে মুখে ফেলা হচ্ছে গোটা এলাকা।

ডাক্তার-শিক্ষক সকলেই রাস্তায়! ডেপুটেশন জমাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ সপ্তাহের শুরুতে এসএসসি ভবনের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ চাকরিহারা শিক্ষকদের। একদিকে যখন শিক্ষকেরা আন্দোলনে পড়ে নেমেছেন, সেই সময় সপ্তাহের চিকিৎসকরাও পথে। ‘জয়েন্ট প্রাটফর্ম অব ডক্টরস’-দের স্বাক্ষর ভবনে ডেপুটেশন থিরে তুলল বাগবিতণ্ডা। পুলিশের সঙ্গে তীব্র কথা কাটাকাটি চিকিৎসকদের। বস্ত্রত, আরজি করার ঘটনার সময় ‘গ্রেট কালচারের’ বিষয়টি উঠে আসে। এই ‘গ্রেট কালচারে’ নাম জড়ায় বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও অতীক দে-র। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলেও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে গঠিত কমিটি দুটি



প্রতিনিধি যাওয়া নিয়ে ব্যসা তৈরি হয়। পুলিশকে ‘টাকর’ বলে কটাক্ষ করতই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ‘‘অপর্যায়ের প্রশাসন। এদের মুর্শিদাবাদে দেখা পাওয়া যায়নি, শাসকদের নেতারা তাড়া করলে যারা টেবিলে তলয়া লুকায়ে তাঁদের ওকালতি দেখুন। সরকারি চিকিৎসকরা ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছে সেখানে পুলিশ দুর্ব্যবহার করছে।’’

চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন ফেরাতে কী পদক্ষেপ রাজ্যের? উত্তর চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ যারা ‘অযোগ্য’ বলে চিহ্নিত তাঁদের এখনও বেতন দেওয়া হচ্ছে! আদালতের নির্দেশ মোতাবেক এখনও কেন তাঁদের বেতন ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি? রাজ্যকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশের পরও টাকা ফেরতের কোনও প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ওএমআর-ও প্রকাশ করা হয়নি। অনেক ‘অযোগ্য’রা এখনও স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। পোর্টাল থেকে নাম বাদ যায়নি তাঁদেরও মূলত এই বিষয়গুলি নিয়েই রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলা ওঠে। তখনই রাজ্যের আইনজীবীর কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন রাখেন বিচারপতি। জানতে চান, নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া ‘অযোগ্য’ বা ‘অবেধ্য’দের বেতন ফেরাতে কী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য? ‘অযোগ্য’ চাকরিহারাদের মধ্যে দু’জন এখনও বেতন পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। সেটাই বা কেন হবে? স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে ওএমআর শিটও আপলোড

করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ কী পালন হয়েছে? না হয়ে থাকলে সেটাও তো পালন করতে হবে। কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? কমিশনের কাছেও প্রশ্ন রেখেছে আদালত। অন্যদিকে, সিবিসিআইয়ের আইনজীবীকে বিচারপতি বসাক

প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট ‘গ্রেট কালচারে’ নাম জড়ায় বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও অতীক দে-র। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলেও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে গঠিত কমিটি দুটি

প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হবে কলকাতা আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে। সোমবার এই মর্মে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে দুটি আকর্ষণ করে মামলাকারীরা। তখন শুনানির দিন জানাচ্ছে হয় আদালতের তরফে। এর আগে ৭ই এপ্রিল এই চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু সেদিনই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি নেন বিচারপতি। মামলা চলে যায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবব্রজনাথের কাছে। সপ্তাহ দুয়েক কাটতেই সেই প্রাথমিকের মামলা গিয়ে উঠল নতুন বিচারপতির বেঞ্চে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অজিতজি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। দুর্নীতির দায়ে রাতারাতি ফাঁদা নেমে এসেছিল তাঁদের জীবনে। পরবর্তীতে সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে বিরুদ্ধে আপিল করে রাজ্য। এবার সেই শুনানিই হবে আগামী সপ্তাহে।

সরকারের তরফেও বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই মর্মেই রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। অন্যদিকে প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষক? কোন পথে তাদের ভবিষ্যৎ? এবার সেই নিয়ে মামলা শুনবে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৮ এপ্রিল



সপরিবারে অক্ষরধাম মন্দির দর্শনে জে ডি

ভান্স, মুগ্ধ হলে শিল্পকলা দেখে



নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম ভারত সফরে এসেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স। সোমবার দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটিতে তাঁকে স্বাগত জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিমানঘাঁটিতে ভাস্কে ‘ গার্ড অফ অনার’ দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁরা যান দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে। সপরিবারে অক্ষরধাম মন্দির দর্শন করেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স।ভান্সের সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষা ভান্স এবং তিন শিশুসন্তান- ইওয়ান, বিবেক ও মিরাবেল। সকলের পোশাক ছিল ভারতীয়। অক্ষরধাম মন্দিরের মুখপাত্র রাধিকা শুক্লা বলেছেন, তাঁদের অবিস্মরণীয় স্মৃতি চিরকাল ধরে রাখার জন্য একটি স্মারক উপহার দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি অক্ষরধাম মন্দিরে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি এখানকার শিল্পকর্ম, এখানে প্রদত্ত বার্তা এবং এখানকার সাংস্কৃতিক পোহদি সতিহি পছন্দ করেছিলেন। তার সন্তানরাও অনেক উপভোগ করেছিল। তাঁরা আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুভব করেছিল। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম ভারত সফরে এলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।সোমবার পালাম বিমানঘাঁটিতে তাঁকে স্বাগত জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিমানঘাঁটিতে ভাস্কে ‘ গার্ড অফ অনার’ দেওয়া হয়।তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। সোমবার সকাল ১০টার কিছু আগে দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরন করে তাঁর বিমান। ভান্সের সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষা ভান্স এবং তিন শিশুসন্তান- ইওয়ান, বিবেক ও মিরাবেল। ভারতে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে ভান্স-এর রয়েছে বলে সংবাদ সূত্র জানা গেছে।

আজ ফুটবল ইতিহাসের কিংবদন্তি কাকার জন্মদিন

কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ ফুটবল ইতিহাসের কিংবদন্তি কাকা ১৯২২ সালের ২১ এপ্রিল ব্রাজিলের গামার ফেভারেল ডিস্ট্রিক্টের একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আট বছর বয়সে একটি স্থানীয় ক্লাবের হয়ে তার ফুটবল কেরিয়ার শুরু করলেও ফুটবলের সঙ্গে তিনি টেনিসও খেলতেন। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে সাও পাওলো এফ সির সাথে পেশাদারী চুক্তি করার পরই তিনি ফুটবল খেলাকে কেরিয়ার হিসাবে বেছে নেন।২০০৩ সালে তিনি ৮.৫ মিলিয়নে ট্রান্সফার ফির্ বিনিময়ে এ সি মিলানে যোগ দেন এবং মিলানে থাকা কালেই তিনি ব্যালন ডি’ অর এবং ২০০৭ সালের ফিফা ওয়ার্ল্ড প্রম্যের অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার লাভ করেন। মিলানের হয়ে এই সাফল্যের পর ২০০৯ সালে ট্রান্সফার ফির্র তৃতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড৬৫ মিলিয়নের বিনিময়ে রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাবে যোগ দেন।ব্রাজিল মধ্য মাঠের ফুটবলার কাকা জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ২০০২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত। ৯২ টি ম্যাচ খেলে তিনি ২৯ টি গোল করেছেন।খেলাধুলার পাশাপাশি তিনি তার মানবসেবামূলক কাজের জন্যও পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ সালে তিনি সর্বকনিষ্ঠ মানুষ হিসাবে জাতিসংঘের বিশ্ব শ্যাদ কর্মসূচির দূত হিসেবে মনোনীত হন। খেলাধুলার পাশাপাশি তিনি তার মানবসেবামূলক কাজে অবদান রাখায় ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় টাইম ১০০ তে জায়গা করে নেন। তিনি প্রথম আফ্রিকান, যার ফিচার এ ফলোয়ার এর সংখ্যা ১০ মিলিয়নের চেয়ে বেশি।

যুবসমাজ, কৃষক ও মহিলাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অসাধারণ গতি প্রয়োজনঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : যুবসমাজ, কৃষক ও মহিলাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অসাধারণ গতি প্রয়োজন। সোমবার ১৭-তম সিভিল সার্ভিস দিবসের অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের যুবসমাজ, কৃষক এবং মহিলাদের স্বপ্ন অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অসাধারণ গতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত সিভিল সার্ভিস দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আগামী হাজার বছরের ভবিষ্যকে রূপ দেবে।প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, এখন আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যা দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের আমলাতন্ত্র এবং নীতি নির্ধারণ পুরানো ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে চলতে পারে না।সেই কারণেই, ২০১৪ সাল থেকে, পদ্ধতিগত



পরিবর্তন সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। আমরা নিজেদের দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত করছি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এখন দেশ একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর একটি বিকশিত ভারতের বিশাল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে শুরু করেছে। তবে, এই যাত্রায় চ্যালেঞ্জের কোনও

অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে শেষ মাইল পর্যন্ত পরিষেবার ওপর দৃঢ় মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এখন দেশ একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর একটি বিকশিত ভারতের বিশাল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে শুরু করেছে। তবে, এই যাত্রায় চ্যালেঞ্জের কোনও

নকশালবাদ নির্মূলের জন্য অভিযান অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। এই সাফল্যে সুরক্ষা বাহিনীর তৃমসী প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, নকশালবাদ নির্মূলের জন্য আমাদের অভিযান অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছে। সোমবারই ঝাড়খণ্ডের বোকরো জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে ৮ মাওবাদী। এছাড়াও বিপুল অস্ত্রসম্পদ উদ্ধার হয়েছে।এই সফল অভিযানের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এঞ্জ হ্যাভেলে জানিয়েছেন, নকশালবাদ নির্মূলের জন্য আমাদের অভিযান

অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছে। নকশালবাদ নির্মূলের চলমান অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী

শ্রীনিবাসরাঘবন ভেঙ্কটরাঘবনের জন্মদিন পালন হল

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : শ্রীনিবাসরাঘবন ভেঙ্কটরাঘবন। এই প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ভারতীয় ক্রিকেট এক পরিচিত নাম। ২১ এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে তাঁর জন্ম।তিনি শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারই ছিলেন না, ছিলেন আইসিসির একজন বিখ্যাত আশ্পাযারও। তিনি একজন ডান-হাতি অফ ব্রেকবোলার এবং একজন ক্রিকেটারের অর্ডার ব্যাটসম্যান। তিনি ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৩। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ প্রথম দুটি আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপেও খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর হয়ে খেলছেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে ডার্বিশায়ারের হয়ে খেলছেন।তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ১৮ বছরের। যা যেকোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্যে তৃতীয় দীর্ঘতম। ১৯৮৬তে অবসরের পর তিনি আন্তর্জাতিক ক্রি কেট কাউন্সিলের এলিট প্যানকেল আশ্পায়ার এবং মাচ রেকারি নর, ১৫০ টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নেন। তিনি একজন নির্বাচক, ব্যবস্থাপক, ক্রীড়া ডায়াকার এবং একজন ক্রিকেট



কলমিস্টও ছিলেন। টেস্ট এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ভেঙ্কটরাঘবনের অনেক রেকর্ড রয়েছে । ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জিম লেকারের পর তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় বোলার যিনি এক টেস্ট ম্যাচে নিউজিল্যান্ড এর দশজন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছিলেন। ৬৪১ ম্যাচে ১৩৯০ উইকেট নিয়ে তিনি ভারতের হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী।ভেঙ্কটরাঘবন ১৯৭১ সালে অর্জুন পুরস্কার এবং ২০০৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা। পদ্মশ্রী লাভ করেন । ২০০৪ সালে তিনি সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পান, যা একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়কে বিসিসিআই কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ পুরস্কার ।

খড়গপুর আইআইটি-তে পড়ুয়ার মৃত্যু, মহারাষ্ট্রের ছাএর বুলন্ত দেহ উদ্ধার

খড়গপুর, ২১ এপ্রিল : খড়গপুর আইআইটিতে ফের রহস্যজনক মৃত্যু এক পড়ুয়ার। রবিবার রাতে হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় মহারাষ্ট্রের এক ছাত্রের দেহ। বছর বাইশের ওই ছাত্রের নাম, অনিকেত ওয়ালবর। তিনি ওশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড নানাল আর্কিটেকচার বিভাগের চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। থাকতেন

জগদীশচন্দ্র বসু হলের সি-২১৪ নম্বর ঘরো।রবিবার রাতে সেখান থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর বুলন্ত দেহ। কী কারণে এই মৃত্যু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হলেও সম্ভাব্য সব দিকই খতিয়ে দেখতে পুলিশ। অবশেষে খড়গপুর আইআইটি-তে পড়ুয়ার মৃত্যু হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলের উপস্থিতিতে মন্ত্রক আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন

নতুন দিল্লি(পিআইবি)ঃবিশ্ব লিভার দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা আজ নির্মাণ ভবনে মন্ত্রক আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রীমতী পূণ্যা শিলিলা শ্রীবাংবন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মহানির্দেশক অধ্যাপক ডাঃ অতুল গোয়েল, ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বিলিয়ার সায়েন্সের অধিকর্তা অধ্যাপক ডাঃ এস কে সারিন, ফুড সেক্টি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসআই)-বর সিইও শ্রী জি কমলা বর্ধনা রাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে।এবছরের বিশ্ব লিভার দিবসের থিম- ‘ খাদ্যই ওষুধ’, যেখানে জোর দেওয়া হচ্ছে পুষ্টি এবং লিভারের স্বাস্থ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের উপর।সমাবেশে ভাগ্যে

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন যে, আমরা তো সকলেই জানি, আমাদের শরীরে লিভার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা হজম, বিষমুক্তিকরণ এবং প্রাণশক্তি সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। যদি লিভার সুস্থ না থাকে, তাহলে গোটা শরীরই ভোগে।লিভাগের স্বাস্থ্যের গুরুত্বে জোর দিয়ে শ্রী নাড্ডা বলেন, ফ্যাটি লিভার, লিভারের ক্যান্সার শুধু প্রভাব ফেলে তাই নয়, হৃদরোগ, মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ এমনকি ক্যান্সারের আশংকাও উল্লেখ্য ফ্যাটি লিভারকে প্রতিরোধ করা যায় না।হয়জি। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের মাধ্যমে পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ‘মন কি বাত’-এ তাঁর অনুষ্ঠানে দেশের মানুষের কাছে

রাখায় অন্তত ১০ শতাংশ তেল কম ব্যবহারের আবেদন জারিয়েছিলেন। এই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ লিভারের স্বাস্থ্য আরও ভালো করে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করতে পারে এবং দেশে অসংক্রমণযোগ্য ব্যাধির প্রকোপ কমাতে পারে। শ্রী নাড্ডা প্রত্যেককে লিভারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে, নিয়মিত পরীক্ষা করতে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে শপথ নিতে বলেন।শিবিরে সকল অংশগ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রী নরে দ্রু মৌদীর আহ্বানের জবাবে সুখাদ্য বেছে নিতে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে, অন্তত ১০ শতাংশ ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমাতে এবং ফুলতার বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়া তুলতে শপথ নেন।এফএসএসএআই এবং ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বইলালরি সায়েন্সেস (আইএলবিএস)-এর সহযোগিতায় মন্ত্রক আধিকারিক এবং কর্মীদের জন্য লিভার হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন

করে। শিবিরে আইএলবিএস-এর দক্ষ চিকিৎসক, নার্স এবং টেকনিশিয়ানের দল বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই উপলক্ষে এফএসএসএআই একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যেখানে মিটেট এবং লিভারবান্ধ খাদ্যগুলি তুলে ধরা হয়।মিটেটের পুষ্টিগুণ তুলে ধরে সেটি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় তার উপকারিতা সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করা হয়। মিটেটে আছে ডায়েটারি ফাইবার, অ্যান্টি অক্সিড্যান্টস স এবং গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোইলিউট্রিয়েন্টস যা বাইল নিঃসরণে সাহায্য করে, লিপিড প্রোফাইল এবং হজম শক্তির উন্নতি করে। এছাড়াও ব্রকোলি এবং ফুলকপি়র মতো। শিজি, শাক-পাতা, ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ মাছ, বাদাম এবং বীজ, লেবু জাতীয় ফল এবং অলিভ অয়েলের মতো স্বাস্থ্যকর স্নেহ পদার্থ প্রদর্শিত হয় সেখানে।

জনসেবায় সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকা দেশের উন্নয়নে প্রভাব ফেলেছেঃরাষ্ট্রপতি



নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল :সিভিল সার্ভিস দিবসে দেশের সমস্ত সিভিল সার্ভেন্টদের শুভেচ্ছা জানানলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, জনসেবায় সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকা, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে অবদান নাগরিকদের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে প্রভাব ফেলেছে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার সকালে এঞ্জ হ্যাভেলে জানিয়েছে, সিভিল সার্ভিস দিবসে সমস্ত সিভিল সার্ভেন্টদের শুভেচ্ছা! জনসেবায় আপনাদের ভূমিকা, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে আপনাদের অবদান নাগরিকদের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে প্রভাব ফেলেছে। দেশকে নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য অর্জনে এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপনে আপনারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা রাখি।

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মন্তব্যের প্রসঙ্গ সুপ্রিম কোর্টে উঠল অন্য মামলার শুনানিতে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : শীর্ষ আদালত তামিলনাড়ু বনাম রাজপাল মামলার দীর্ঘ রায়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতিকে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা নিয়ে বহু চর্চা চলছে দেশে। সোমবার পশ্চিমবঙ্গের একটি মামলার শুনানির ফাঁকে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মন্তব্যের বিষয়টি উত্থাপন করল।সুপ্রিম কোর্টের এহেন মন্তব্যের কারণ হচ্ছে, তামিলনাড়ুর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল ৩ মাসের মধ্যে অনুমোদনের নির্দেশ দেয় রাজপাল ও রাষ্ট্রপতিকে। এর প্রেক্ষিতে উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় কড়া নিন্দা করেন ওই রায়ের।খোদ ধনখড়ের ও বিজেপি নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে নমোলেখ না করে শীর্ষ আদালত এদিন বলে, আমাদের বিরুদ্ধে তো সংসদীয় ও প্রশাসনিক কার্যকলাপকে দখল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠছে!

ওএমআর শিট আপলোডের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টে

কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ এসএসসি-র ওয়েবসাইটে ওএমআর শিট আপলোডের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট, হাইকোর্টের নির্দেশ কি পালন হয়েছে? কী পদক্ষেপ কমিশনের? সোমবার তা জানতে চাইল আদালত। ‘নিয়োগের চারটি বিভাগেই পরবর্তী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।চিহ্নিত হওয়া অযোগ্যদের বেতন ফেরাতে কী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য? সেিটও এদিন জানতে চায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকে। ডিভিশন বেঞ্চবিচারপতি দেবাংশু বসাক সিরিআই-কে প্রশ্ন করেন, তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? জবাবে সিরিআই জানায়, তদন্ত শেষ, ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ হবে। বৃধবার ফের শুনানি।প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি, এই অভিযোগ এনে দায়ের হয় আদালত অবমাননার মামলা। সেই মামলায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

পোপ ফ্রান্সিসকে সর্বদা আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণ করা হবেঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, পোপ ফ্রান্সিসকে সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সর্দা করণা, নন্দতা ও আধ্যাত্মিক সাহসের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণ করা হবে। ইস্টার সোমবারে প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। ভ্যাটিকানের তরফে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।প্রধানমন্ত্রী মোদি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। শোক ও স্মরণের এই মুহূর্তে, বিশ্ব ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। পোপ ফ্রান্সিসকে বিশ্বভূতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সর্বদা করণা, নন্দতা ও আধ্যাত্মিক সাহসের আলোকবর্তিকা হিসেবে স্মরণ করা হবে। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রভু খ্রিস্টের আদর্শ বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ করেছিলেন। তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সেবা করেছিলেন। যারা কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাদের জন্য তিনি আশার আলো জাগিয়েছিলেন। ভারতের জগৎগের প্রতি তাঁর স্নেহ সর্বদা লালিত থাকবে। তাঁর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।অন্যদিকে ভ্যাটিকান সিটিতে প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। সোমবার ভ্যাটিকানের তরফে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পোপ ফ্রান্সিস ইস্টার সোমবার (২১ এপ্রিল) ৮৮ বছর বয়সে ভ্যাটিকানের কাসা সান্তা মাটারি তাঁর বাসভবনে মারা গেয়েছেন।ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৭টা ৬৫ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুসারে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ভ্যাটিকানের টেলিভিশন চ্যানেলে কার্ডিনাল কেভিন ফারেল বলেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা আমাদের পবিত্র কালার ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে হচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকের আবহ ভ্যাটিকান সিটিতে।

সুখাদ্যাভাসে জোর দিলেন জে পি নাড্ডা, বললেন যকৃৎের যত্ন নিন

নয়াদিল্লি, ২১ ঃসুখাদ্যাভাসে জোর দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, যকৃৎের যত্ন নিন। সোমবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত লিভার স্বাস্থ্যের সূহতা সম্পর্কিত শপথ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেন, আমাদের কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, লিভার ভালো থাকলে, হজমশক্তি ভালো থাকে। লিভার ভালো থাকলে, ডিটক্সিফিকেশন হয় এবং শক্তি সঞ্চয়ও হয়। কিন্তু লিভার ভালো না থাকলে, আমাদের শরীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। এটি রুদরোগ, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে, এমনকি ক্যান্সারও আমাদের প্রভাবিত করতে পারে। তাই লিভারের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো খাবার খাওয়া।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, লিভারের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক অভ্যাস এবং খাদ্যাভ্যাস-সহ একটি সুস্থ জীবনধারা - লিভারের স্বাস্থ্য বজা রাখার মূল চাবিকাঠি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এদিন লিভার স্বাস্থ্য বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে, হজম, বিষমুক্তকরণ এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য লিভারের যত্নের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, খাদ্য এবং সচেতনতার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণের মাধ্যমে লিভারের সমস্যাগুলি নিরাময় যোগ্য এবং চাপমুক্ত করার বিষয়টি তুলে ধরেন হবে বলে জানান।

লোকসেবকদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রশংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল : আমাদের লোকসেবকরা দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সোমবার এঞ্জবার্তায় এই মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, সিভিল সার্ভিসেস ডে-ওফ, আমাদের লোকসেবকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়ন হোক বা সুশাসন প্রদান হোক, আমাদের লোক সেবকরা দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দিনটি জাতির সেবায় তাঁদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করুক। তাই আমাদের লোকসেবকরা দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে দায়িত্ব নিয়েছে বলে জানান।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

৮বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২২এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১১৫, সৌরঃ৭ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৮ বুধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩বৈশাখ ১৯৪৭,মৈত্রেঃ৩০ লম্বা, আসামঃ ১৫ চ’ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান- ১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ।তিথিঃঅমাবস্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তক্ষঃঊত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তু্রা যোগঃপ্রক্ষ রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩.২ ৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩০ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৬৩ঃ০০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ০০ থেকে - ০৭ঃ ৩৫ঃ০০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ০২ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহমুহুর্টি (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫ঃ১৩ (২৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ১১ঃ০৫ঃ১৩ (২৭) ৪ পদচন্দ্রঃ ২২৬৫ঃ৭৭৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২ঃ৪৪৮ (২৬) ১ পদ বুধমুপ্তিঃ১২১৪ঃ৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২ঃ৭৩ঃ১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২ঃ৭২ঃ১১১ (২৫) ৩ পদ রাধঃ১১৪৫ঃ৫১৩ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৪৪৫৫ঃ১১ (১১) ৩ পদবুধ বক্রি

শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৫ঃ৩২ পর্যন্ত। মেঘ রাশি

সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত।বৃষ রাশি

সকাল ১০ঃ২০ঃ২৯ পর্যন্ত।মিথুন

রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত।

কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩৫ঃ৩১

পর্যন্ত।সিংহ রাশি সকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫৫

১৫ পর্যন্ত।কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ

৫৩ঃ০২ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ

০৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃশিক রাশি রাত্র

১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত।ধনু রাশি শেষ

রাত্রি ০১ঃ৪৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি

শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ

রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পূর্বাভাস আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুন্সিবাবাদ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সংবদন রয়েছে। এরপর ১৬ এপ্রিল বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাকুা, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝড়-বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রে ১৬-১৭ এপ্রিল সমস্ত জেলার কিছু কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হওয়া বইতে পারে। এই ঝা-বৃষ্টির সৌজাত্যে তাপমাত্রায় হ্রাস হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সন্নিদ্র তাপমাত্রা ছিল ২৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্নাত্তিবিবরে থেকে ১৬.৫ ডিগ্রি পড়বে। আগামী ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৫.৫ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। ভাট-সকলঃ১১ টি ৫৫মিনিট এবং রাত ১০ টি ৫৪মিনিট। সূর্যোদয়ঃসকল ৫টা ১৭মনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৬মনিট

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ বৈশাখ , ১৪৩২

ইস্টারেও যুদ্ধবিরতি মানল না পুতিন!

‘ইস্টার উপলক্ষে ইউক্রেনে ২৪ ঘণ্টা সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধের ঘোষণা করেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লাদিমির পুতিন। কিন্তু উৎসবেও তিনি নিজের কথা রাখলেন না। রাতভোর নানাভাবে ইউক্রেনে আঘাত হানার চেষ্টা করেছে রুশ ফৌজ। এমনটাই অভিযোগ ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জলেনস্কির। পুতিন ঘোষণা করেন, মানবিক কারণে শনিবার (১৯ এপ্রিল) রাত সাড়ে আটটা (মস্কোর সময় সন্ধ্যা ৬টা) থেকে রোববার (২০ এপ্রিল) মধ্যরাত পর্যন্ত রাশিয়ার পক্ষে ইস্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। এই সময়ে রাশিয়া যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে রাশিয়ার সেনাপ্রধান ভ্যালারি গেরাসিমভকে নির্দেশও দিয়েছিলেন

সম্পাদকীয় পুতিন। কিন্তু রবিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির অভিযোগে, ইস্টারে রাশিয়ার সেনাবাহিনী শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ওরা ইউক্রেনের অগ্রগতি রোধ। আর এবং ক্ষতিসাধনের চেষ্টা। থেকে সরে আসিনি। রাতভর রুশ সেনা ফ্রন্টলাইনে হামলার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, তিনবছর ধরে ভয়ংকর যুদ্ধ চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে। একে অপরকে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে দুই দেশ। এই সংঘাতের শুরুটা হয়েছিল ২০১৪ সালে। ক্রাইমিয়া দখল করে রুশ সৈীজ। এই ভূখণ্ডকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দাবি করে কিয়েভ। নতুন খবর হল, এই ক্রাইমিয়াকেই রাশিয়ার অংশ হিসাবে মান্যতা দিতে পারে আমেরিকা! জল্পনা, এই পদ্ধতিতেই হয়তো যুদ্ধ থামানোর ‘ চেষ্টা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিকে এই সবাদ প্রকাশ্যে আসতেই রক্তচাপ বেড়েছে ইউক্রেনের। তারাও এককূল জমি মস্কোর হাতে তুলে দিতে রাজি নয়।

২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখল করে রাশিয়া। তারপর থেকেই সেখানে মস্কো সমর্থিত প্রশাসন কাজ করছে। উপদ্বীপটিতে রুশ সেনাঘাটিকে বাবাবার নিশানা করে হামলা চালিয়েছে ডোনালিমির জেলেনস্কির বাহিনী। পাষ্টা আঘাত হেনেছে মস্কোও। যুদ্ধ থামাতে রুশ প্রেসিডেে ট ক্লাদিমির পুতিনের অন্যতম শর্তই হল, এই উপদ্বীপটিকে রাশিয়ার অংশ হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। সুতরাং খবর, এবার সেই পথেই হাটিতে চলেছে আমেরিকা। শান্তি সন্ধির আলোচনা ট্রাম্প ঘোষণা করতে পারেন ক্রাইমিয়া রাশিয়ারই। কিন্তু জেলেনস্কি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শিয়াকে কেনও জমি বেড়ে দিয়ে মাফানত করা হবে না। ফলে দু’দেশের দর কষাকষি আরও দীর্ঘ হলে হাত তুলে নেবে আমেরিকা। তাই পরিস্থিতি আরও জটিল থেকে জটিলতর হয় কিনা তা নিয়েই এখন উদ্বেগ বাড়ছে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘ইস্টার উপলক্ষে ইউক্রেনে ২৪ ঘণ্টা সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধের ঘোষণা করেছিল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লাদিমির পুতিন। রুশ রাষ্ট্রপ্রধান এদিন জানিয়েছিলেন, মানবিক কারণে রাত সাড়ে আটটা থেকে রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত রাশিয়ার পক্ষে ইস্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। এই সময়ে রাশিয়া যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। মস্কোর তরফে আরও বলা হয়েছিল, তারা আশা করে ইউক্রেন তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করবে। পাশাপাশি শত্রুর তরফে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, উসকানি এবং যে কোনও ধরনের আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্যও প্রস্তুত থাকবে রুশ সেনা।

পাকিস্তানের স্বীকারোক্তি

স্বীকারোক্তি দিল পাক দেশ। আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ দেওয়ার পরও উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি কুলভূষণ যাদবকে। সম্প্রতি পাক সূত্রিম সোয়েট এ কথা স্বীকার করে নিল পাকিস্তান সরকার। এক ভিন্ন মামলায় কুলভূষণ যাদবের প্রসঙ্গ টেনে এসে একথা স্বীকার করে নিল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণা। ২০২৩ সালে পাকিস্তানে ইমরান খানের প্রেশ্তার ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে বহু মানুষকে প্রেশ্তার করে পাক সরকার। পাক সামরিক আদালত সাজা ঘোষণা করে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে বন্দিদের মুক্তির দাবিতে মামলা চলছে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতে। সেখানেই বিচারপতিরা জানতে চান, যাদবের ক্ষেত্রে সামরিক আদালতের রায় পর্যালোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাহলে পাকিস্তানের নাগরিকদের সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কেন? এপ্রসঙ্গে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রকের আইনজীবী জানান, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে কুলভূষণকে ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আবেদনের অধিকার দেওয়া হয়নি। তাই তাঁকে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সুযোগ প্রেয়ন সেখানকার সরকার। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কুলভূষণ যাদবকে প্রেশ্তার করেছিল পাকিস্তান। ২০১৭ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয় পাক সামরিক আদালত। অভিযোগ তোলা হয় তিনি ভারতীয় গুপ্তচর। এবং র–র হয়ে কাজ করেন। তবে পাক্টা ভারতের তরফে জানানো হয়, কুলভূষণ প্রেশ্তান নৌসেনা কর্মী। ব্যবসায়িক কাজে তিনি ইরানে ছিলেন সেখানে থেকে অপহরণ করে তাঁকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। এই মৃত্যুদণ্ডে স্বগিতাদেশে চেয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয় ভারত। এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ভারতের পক্ষে যায়।আন্তর্জাতিক আদালত জানিয়েছে, পাকিস্তান যাদবকে কনসুলার অ্যাক্সেস বা কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। রায়ে কুলভূষণের সঙ্গে যোগাযোগ, তাঁকে জেলে দেখতে আসা ও অস্থিনি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার অধিকারে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে সে নির্দেশ মানেনি পাকিস্তান। এখন সেটাই কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেলা। শুধু বিশেষি ময়, পাকিস্তানে সামরিক আদালতের রায়ের পর তাঁকে আর উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি। কুলভূষণের ক্ষেত্রে যেটা করা হয়েছে, সেটাই এবার দেশের অভ্যন্তরে নিজের ক্ষেমের জনতার সঙ্গে করছে পাক সরকার। স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে পাকিস্তানে মানুষের নাগরিক অধিকার এবং সামরিক আদালতের স্বচ্ছতা ও ভূমিকার নিদে।



অনুকূলচন্দ্রের বাণী

নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা বার্ঘ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, ক্ষেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে

বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভাৱে তুমি যায় দেখানো কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করে। আর এই অভাস তুমি মজাগত করে ফেলো। আত্মপ্রতিরোধিগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দৃষ্টে সবলোককে অবমাননা করতে শুরু করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

সংসারাসক্তি কতদিন-ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাশ্যনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্মদের জন্য, আর মন দৌায় না।বাড়িতে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে সে সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধরছ, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বললে, তুচ্ছ ব্রহ্মপদ্য পরবধুসঙ্গ : কৃতঃ-খনন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরন্তু তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কী রবি! তাড় ভক্তি ধরে, সংসারাসক্তি কমে-শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ততাই জন্যই সাধন-ভজন।

ভারতবর্ষের ন্যায় শিকাগোতে সন্ন্যাসীকে কেহ ভিক্ষা দেয় না ফলে খাদ্যদ্রব্য তো মিলিলই না : স্বামী বিবেকানন্দ

বোম্বাই-এর বেলাভূমি পরিভ্যাগ করিয়া জাহাজ আমেরিকার দিকে চলিল বোম্বাই হইতে কলম্বো হইয়া মালয়-উপদ্বীপের পিনাঙ শহরে পৌঁছিল। সেখান হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং আসিল। হংকং বংদরে জাহাজ তিন দিন ছিল। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ নদীপথে যাইয়া চীনের ক্যান্টন শহর দেখিয়া আসেন। হংকং হইতে নাগাসাকি হইয়া কোবি বন্দরে জাহাজ ভিড়িলে, ভালাভাবে জাপানদেশে দেখিবার জন্য স্বামীজী স্থলপথে যাইতে লাগিলেন এবং ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও শহর পরিদর্শন করিলেন। চীনদেশের দারিদ্র তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। জাপানের জাগরণ ও জাতীয় উন্নতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। ভারতের দূরবস্তার কথা সবসময় তাহার মনে কাটার মতো রিঁথিয়াছিল। ভ্রমণকালে জাপান হইতে লেখা একটি পত্রে চীন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে তাকে আর কিছু ভাববার অবসর দেয় না। আর জাপান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, জাপানীরাই বর্তমানকালে কি প্রয়োজনে তা বুঝেছে, তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। ... আর তোমরা কি কচ্ছে? সারাজীবন কেবল বাজে বকছো। এস, এবার দেখে যাও-তারপর যাও-গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকচাওগো। ... শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একত্রাণে নষ্ট হয়ে গেছে-তোমরা কি বল দেখি? ... এস মানুষ হও। নিজস্বের সন্ধীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তাহলে এস, আমরা ভালো হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো-মানুষ চাই, পশু নয়।জাপান ছাড়িয়া জাহাজ ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় আমেরিকার ভান্সভুভার বন্দরে পৌঁছিল। তথায় নামিয়া কানাডার ভিতর দিয়া স্বামীজী ৩০ জুলাই রায়ে শিকাগো পৌঁছান। পৌঁছিয়া শুনিলেন, ধর্মমহাসভা বসিবার অনেক দেরি থাকিলেও উহাতে যোগদানের জন্য নাম লিখিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া

তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতেছেন, এইরূপ কোনো পরিচয়পত্রও সঙ্গে লইয়া যান নাই। এইদিকে দেখিলেন আমেরিকায় জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। তাহাকে আর্থিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ দেখিয়া রাস্তায় যে যেমন সুবিধা পাইয়াছে ঠেকাইয়াছে যে টকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার অতি অল্পই তখন অবশিষ্ট আছে। তাহাতে শিকাগো শহরে অধিকদিন বাস করা সম্ভব নয়। ভারতের মতো সেখানে সন্ন্যাসীকে কেহ ভিক্ষাও দেয় না। সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, যে জন্য তিনি এত কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বৃথি বার্থ হয়-ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার পথ রুদ্ধ, আর আর্থিক দিক হইতে অনাহারে মরিয়া যাওয়া ছাড়া বোধ হয় গত্যন্তর নাই। একটি প্রসিদ্ধ সাহায্যকারী সংস্থার কাছে পরে কিছু সাহায্য চাহিয়া পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই বরং পরে স্বামীজীর শীতবস্ত্রের অভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার বলিয়াছিলেন, যাক, শয়তানটা এবার শীতেই মরে যাবে! তথাপি তাঁহার দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও ভগবানের উপর নির্ভরতা তাহাকে দমিতে দিল না। এই অবস্থায় কয়েক দিন পরে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, এখানে আসিবার পূর্বে য়েব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। সন্ত শত বার মনে হইয়াছিল এক্ষণে হইতে চলিয়া যাই কিন্তু আবার মনে হয় আমি একশূঁয়ো দানা, আর আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোনো পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না। এই অবস্থার ভিতরও ভারতের দুঃস্থ জনগণের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে। এই অন্ধকারময় মুহূর্তেও তিনি দেশসেবায় উসগীকৃতপ্রাণ মাত্রাজের বুকদেশে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছেন, সব, সাহস অবলম্বন করা, ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের দ্বারা মহাকার্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহাকার্য করিব, এই গরিব আমরা, যাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া এবং মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও

সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব, মহিলা আইএএস অধিকারিকের প্রতিনিধিত্বের প্রশংসা করেছেন ডঃ জিতেঃ্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল, ২০২৫- ২০২৬ সালের আইএএস ব্যাচের প্রশিক্ষণরত অফিসারদের সঙ্গে এক সম্মেলনের আয়োজন আলাপচারিতায় অংশ নেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূ-বিজ্ঞান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কশী, রাম-অভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেঃ্দ্র সিং। তিনি ১৮০ জনের মধ্যে ৭৪ জন মহিলা অফিসার হওয়ার প্রশংসা করেন। মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসারের ৪১ শতাংশ মহিলা, যা এযাবতকালের সর্বোচ্চ। এই আলাপচারিতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ ছিল। আইএএস অফিসাররা ১ এপ্রিল থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৮ সপ্তাহের জন্য ৪৬টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। ডঃ জিতেঃ্দ্র সিং হুইচিংগার উন্নয়নে ভারতীয় প্রথমমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে দেশে মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলি অতৃপ্তপূর্ণ গতি সঞ্চার হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই মহিলা ক্ষমতায়নের পক্ষে। আইএএস

বডলোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি কিন্তু হে আমার মাত্রাজবাসী যুবকগণ, তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়ব্রূপ অর্পণ



করিতোছি। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ভুবিহিতো! অগ্রিময় বিশ্বাস, অগ্রিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু জয়! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ তৃষ্ণা! ... অগ্রসর হও পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না।অপেক্ষাকৃত কম খরচে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য স্বামীজী শিকাগো পরিভ্যাগ করিয়া বোস্টন শহর অভিমুখে চলিলেন। পথে ট্রেনে একজন সহৃদয় মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মহিলাটি আলাপে আকৃষ্ট হইয়া স্বামীজীকে বস্টনের নিকটবর্তী একটি গ্রামে নিজগৃহে আনিয়া অতিথিরূপে রাখিলেন। ইহাতে একটু সুরাহা হইল, স্বামীজীর খরচ অনেক কমিয়া গেল। এই সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক ডঃ রাইট-এর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়। মাত্র তিন ঘণ্টার আলোচ্যে অধ্যাপক রইট এত মুগ্ধ হন যে, স্বামীজী পরিচয়পত্রের অভাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে পারিতেছেন না শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিবার অধিকারে জন্য আপনাকে পরিকল্পনা দেখাইতে হইলে সূর্যকেও যে আলো দিবার

নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এইদিন হইতে স্বামীজী হেল-পরিবারে একজন পরমাত্মীয়ের মতো হইয়া যান। অতঃপর আমেরিকায় থাকা-খাওয়ার জন্য আর কখনো তাঁহাকে দুশ্চিন্তায় পতিতে হয় নাই। মহিলাটির সহায়তায় ডঃ ব্যারোজ-এর সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের অনুমতিও পাইলেন এবং অন্যান্য সদস্যদের মতো সভার কার্যনির্বাহক-সমিতির অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর ‘কলম্বাস হল’-এ ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হয়। মধুর উপর কার্যনির্বাহক-প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা বসিয়া আছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতিনিধিরা তো ছিলেনই, আর ছিলেন ইহুদি, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান, শিষ্টো, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের প্রতিনিধিগণ। স্বামীজী ছাড়া ভারতবর্ষ হইতে থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিনিধি শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি শ্রী প্রভাণঃ দ্র মজুমদার প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। সম্মুখে প্রায় সাতঃজার বিশিষ্ট শ্রোতা বসিয়া আছেন আমেরিকার বাহা বাহা বা বা পর্মিতরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে বক্তৃতা করিতে হইবে! এক-এক জন করিয়া প্রতিনিধিদের পরিচয় দেওয়া হইতে লাগিল, তাঁহারাও সেইসময় কিছু কিছু বলিলেন। আর স্বামীজী! তিনি পরে পত্রে লিখিয়াছেন, আমি আমি, যে জীবনে কখনো সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই সভায় বক্তৃতা করিবে ... আমার বুক দুর্বলও করিতছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, প্রবক্ত্তে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। ... সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি বৌী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল। স্বামীজী উঠিলেন। এই ভারতীয় যুবক-সন্ন্যাসীর তেজপুঙ্গ কলবের ও সৌরিক বসন পূর্বোই শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি যখন বক্তৃতার প্রারম্ভে ‘আমেরিকাবাসী ভগিনি ও ভ্রাতাগণ!’ বলিয়া শ্রোতাদের সন্মোহন করিলেন, তখন সভাগৃহে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল,

ওয়েভস-এর জন্য মিডিয়া প্রতিনিধি নিবন্ধীকরণ ২১,২২, এবং ২৩ এপ্রিল তিন দিনের জন্য পুনরায় চালু হবে!

মুম্বই, ২০ এপ্রিল, ২০২৫বিভিন্ন মিডিয়া গোষ্ঠীর অগ্রহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওয়াশ্‌ অডিও ভিসুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিটি (ওয়েভস) ২০২৫ আয়োজনে মিডিয়া প্রতিনিধি নিবন্ধীকরণ আজ সোমবার ২১ এপ্রিল থেকে বুধবার ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিন দিনের জন্য আবার চালু করেছে। পেশাদার সংবাদকর্মী এবং ফটোগ্রাফার এবং ডিজিটাল ম্যাটর নির্মাতাদের জন্য আবেদন করার এটাই শেষ সুযোগ। এই বহু প্রতিক্রিত মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট আগামী ১ থেকে ৪ মে, ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আপনার কভারেজ ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রদর্শন করবে। যাঁরা আগেও মিডিয়া প্রতিনিধিদের ই-মেলের মাধ্যমে অবহিত করা হবে এবং রিয়েল টাইম আপডেটের জন্য aagmaildotcom ওয়েভস মিডিয়া গ্রুপে যুক্ত করা হবে। আমাদের সঙ্গে পারেননি, তাঁদের জন্য এটাই শেষ সুযোগ। এই নিবন্ধীকরণ আপনাকে দেবে একচেটিয়াভাবে সমস্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করা, নেটওয়ার্কিং করা এবং বিনোদনের ভবিষ্য নির্মাণকারী শিল্প জগতের পেশাদারদের সঙ্গে একের পর এক কথোবর্তার সুযোগ। কারা আবেদন

করতে পারেন? সাংবাদিক (প্রিন্ট, টিভি, রেডিও), ফটোগ্রাফারকার্যমোপার্সন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, ডিজিটাল সামগ্রী নির্মাতাএরজন্য যেসব নথির প্রয়োজন হতেঃ সরকারের ইস্যু করা যে কোনো পরিসংখ্য। পাসপোর্ট সাইজের ছবি।মিডি়া য়া অ্যাফিলিয়েশনের প্রমাণ ১০ টি কাজের নমুনা (লিঙ্ক বা স্ক্রিনশট)। ভিসা (আন্তর্জাতিক আবেদনকারীদের জন্য)রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো খুলবে ০০,০১ এএম ২১ এপ্রিল ২০২৫বন্ধ হবে ১১,৫৯ পিএম, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ অনুমোদিত প্রতিনিধিদের ই-মেলের মাধ্যমে অবহিত করা হবে এবং রিয়েল টাইম আপডেটের জন্য অ্যাফিলিয়েশন কোয়েরি বা আমাদের ফেড্‌ব্যাচনে নম্বরঃ ৯৬৪৩০৩৪৩৬৮।এখানে মিডিয়া প্রতিনিধি নিবন্ধীকরণ নিতিঃ দেখুনওয়েভস-এ অংশগ্রহণের শেষ সুযোগটি হারানেন না।ওয়েভস সম্পর্কে আগামী ১ থেকে ৪ মে,

জ্ঞানের আলোকে ভরপুর যুবশক্তি বিকশিত ভারতের চাবিকাঠিঃ সর্বানন্দ সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ৫ কেঃদ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ছাত্র সম্প্রদায়কে নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী চিন্তাকে কাজে লাগাতে বলেছেন। বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণে যুবশক্তির জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তার ওপর আলোকপাত করেন তিনি। শ্রী সোনোয়াল শ্রীরাম আ্যাকাডেমি পাঠশালার ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে আজ ভাষণ দেন। তিনি মুখ্য অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রাক্তনী এবং স্থানীয় বরেণ্য মানুষদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল যাত্রাপথে আজকের এই দিনটি একটু স্মরণীয় মহিমান্বিত হয়ে রইল।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন যে ছাত্রসমাজের কেবল পাঠ্যপুস্তকে নিজেদের আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী চিন্তার অন্বেষণে তাঁদের ব্যাপৃত হওয়া উচিত। ভারত সরকারের রূপান্তরমূলক উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্কিল ইন্ডিয়া-

র সূচনা নতুন প্রজন্মের ক্ষমতায়ন এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।শ্রী সোনোয়াল বলেন, জ্ঞানই শক্তি। বৃত্তরত কল্যাণের স্বার্থে ছাত্রসমাজকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং তার ছাত্রসৃজক প্রয়োগ করতে হবে। মূল্য আনয়নপিত শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, নৈতিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করেন শিশুদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। এজন্য যোগ এবং দৈনন্দিন জীবনে সর্বাঙ্গিক শারীরশিক্ষাকে যুক্ত করারও আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, যোগ কেবলমাত্র শারীরিক প্রশিক্ষণ নয়, তা মানসিক স্বচ্ছতা এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির পথ গােছে। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের বিধানসভার সদস্য শ্রী ফনিধর তালুকদার, ভট্টদেব রায়চৌধুরী উপস্থিত হন।শ্রী ধনপতি ভেড়া, শ্রীরাম আ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ ডঃ কাকলি দাস অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলো নিরাপত্তা পরিকাঠামো পরিদর্শন এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কাম-কাজ পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ২১ এপ্রিল : রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল, শ্রী মনোজ যাদব, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পরিকাঠামোর চলমান আপগ্রেডেশন তথা জোনের মধ্যে কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিদর্শন করেছেন। তার এই সফরকালে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে নিরাপত্তা মান এবং অপারেশনাল প্রস্তুতি বাড়ানোর উপর ভারতীয় রেলের ক্রমাগত জোরকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের একটি কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল, বাংলাদেশ, ভূটান, চীন এবং মায়ানমার সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগ করে। তাই এই অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জটিল এবং জটিলতর হয়ে থাকে। এই পটভূমিতে, অঞ্চলের ভৌগোলিক এবং কৌশলগত প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত অনন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল –এর পরিদর্শন ও পর্যালোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পরিদর্শনের সময়, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল পরিকাঠামোর একটি বিশদ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে থাকা অপারেশনাল সিস্টেমগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি শ্রী ভি. বি. বিশ্বকর্মা, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর এজিএম, শ্রী কে. অরুল জোথি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর আইজি/রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সহ অন্যান্য উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর মুখ্য কার্যালয়ে “দমনন” নামে নতুন উদ্বোধন হওয়া রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কনফারেন্স হলে একটি অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, যেখানে রেল সুরক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ, যাত্রী সুরক্ষা এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী-এর কার্যক্রমের আধুনিকায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকে শক্তিশালীকরণ, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় বাড়ানো এবং উন্নত নজরদারি ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়ারও উল্লেখ করা হয়। ডাইরেক্টর জেনারেল অপারেশনাল

দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ব্যবহার করার জন্য নতুন চার-চাকার (১০টি) এবং দুই-চাকার (২৭টি) গাড়ি উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টহল দেওয়া, দ্রুত ক্রাইম সাইট অ্যাক্সেস এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের স্থলে উপস্থিতি উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য এই যানবাহনগুলি জেনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে। শ্রী যাদব সফরের সময় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কলিদের সাথেও আলাপ-আলোচনা করেন এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তাদের উৎসর্গ ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি ভারতীয় রেলওয়ের নিরাপত্তা কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা মাথায় রেখে প্রতিশ্রুতি ও পেশাদারিত্বের সাথে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বাহিনীকে উৎসাহিত করেন। পরিদর্শনের অংশ হিসাবে, মালিগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাগৃহ, রঙ ভবনে একটি সুরক্ষা সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে ডাইরেক্টর জেনারেল রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের একটি বিশাল সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বাহিনী দ্বারা সম্মুখীন সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধও করেছেন এবং আশুপ্ত করেছেন যে

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের কর্মায় এবং মঙ্গল একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার রয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় রেলওয়ে নিরাপত্তা প্রদানে একটি অনুপ্রাণিত এবং সুসমর্থিত বাহিনীর গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং ভাল কর্মার্থিত শক্তির গুরুত্বের উপরও জোর দেন। তাদের প্রয়োজনগুলি মোকাবেলা করার জন্য মুক্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যাত্রী, রেলের সম্পত্তি এবং জাতীয় স্বার্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং সতর্কতার ক্রমাগত আপগ্রেডেশনের গুরুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এই সফরটি খুঁই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। ডাইরেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করতে এবং এর নিরাপত্তা উপকরণগুলির সক্ষমতা ও প্রস্তুতি আরও বাড়ানোর জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডোমজুড়ে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, হতাহত নেই

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ এপ্রিল : হাওড়া ডোমজুড়ে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন। আগুন ছড়ালো পাশের কারখানাতেও। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, হতাহতের খবর নেই। সোমবার শ্বিকলে সাড়ে ৩টো নাগাদ স্থানীয় বাঁপতুদহ এলাকার ওই রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। কালো ধোয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ট্রাকের দুই সংস্থার এলাকায় থাকা ওই রাসায়নিক কারখানাটি বেসরকারি মালিকানাধীন। এদিন দমকল আসার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ওই রাসায়নিক কারখানায় দাহ্য বস্তু, রাসায়নিক ভর্তি ড্রাম মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এদিন স্থানীয়দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। আশপাশের এলাকার প্রকৌলজমকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, ওই রাসায়নিক কারখানার কাছে পেরাণ্ড জলের উৎস না থাকায় দমকল কর্মীদের আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এদিনের আগুন সংগ্রাম কারখানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার ফরেনসিক তদন্ত করা হবে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

পূর্ব বর্ধমানের পাট চাষীদের শস্যবীমার আওতায় নিয়ে আসছে জেলা পরিষদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ এপ্রিল : ধান, আলুর পর পাট চাষীদেরও বাংলা শস্য বিমা আওতায় আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদ। রাজ্যের মধ্যে পাট উপাদানে অন্যতম জেলা পূর্ব বর্ধমান। জেলায় মধ্যে মূলতঃ কেতুগ্রাম-২, কাটোয়া-২, পূর্বস্থলী-১, পূর্বস্থলী-২, কালনা-১, কালনা -২ ব্লকে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়ে থাকে । প্রতি বছর পাট চায়ে কম-বেশি সমস্যায় পড়তে চাষিরা। এবার যাতে সমস্ত পাটচাষি বাংলা শস্য বিমা যোজনা প্রকল্পে নাম লেখানোর সুযোগ পান সেই কথা মাথায় রেখে গ্রামে গ্রামে শিবির খোলার উদ্যোগ নিচ্ছে জেলাপরিষদ। নাম নথিভুক্ত করানোর জন্য প্রচার চালাতে ট্যাবলেটের উদ্বোধন করা হবে অতিশীঘ্র। সেই ট্যাবলেটটি জেলা পাট চাষ প্রবন এলাকায় প্রচার চালাবে। চাষীরা বীমার আওতায় এলে কি কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেই বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে এই ট্যাবলেটের বনে জেলাপরিষদের সুত্রে জানা গেছে। এও জানা গেছে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে পঞ্চায়েত স্তরে। এই বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকাও খরচ করতে হবে না। রাজ্য সরকারই প্রিমিয়ামের খরচ বহন করবে। পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মন্ডল বলেন, এবছর জেলায় ছয়টি ব্লকে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। অধিক পরিমাণে পাট চাষ হওয়ায় চাষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এপ্রিল-মে মাসে প্রথর রোয়ের কারণে পাট গাছের ক্ষতি হতে পারে। আবার অতিপ্টি বা বন্যা হলে ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে এই ক্ষেত্রেও চাষীদের ক্ষতির সমস্মুখকর না হয় তার জন্য শস্য বিমা নিশ্চিত করা আবশ্যক। সেই লক্ষ্যে বিশেষ শিবির চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জেলা পাট চাষীদের জন্য বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষীদের জন্য রক্ষার জন্য খরিফ মৌসুম ২০২৪-এর জন্য বাংলা শস্য বিমা চালু করছে। এবার যাতে পূর্ব বর্ধমানের পাট চাষীরা ওই সুবিধা লাভ করতে পারে তার উদ্যোগ নিচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ।

মায়াপুর বৈশকিছু এলাকার পানীয় জলের সংকট, চরম সমস্যায় উসংখ্য পরিবার

দেবাশিস কল্ম বণিক, মায়াপুর, ২১ এপ্রিল : গরম পড়তে না পড়তেই তীব্র পানীয় জলের সংকটের মুখে মায়াপুর বল্লালদীঘি সহ মায়াপুরের বৈশকিছু অঞ্চল। বিশেষ করে বল্লালদীঘি হরিসভা পাড়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জল সংকটের বিষয়টি বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত কে জানালেও কোনও রকম সুরাহা হয়নি । ফলে তীব্র জল সংকটে ভুগছেন ওই এলাকার প্রায় দুই শতাধিক পরিবার। সূত্রের খবর, মায়াপুর-বামনপুকুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বল্লালদীঘি হরিসভাপাড়া এলাকায় দুই শতাধিকেরও বেশি পরিবার বসবাস করে। সেইসব মানুষদের জন্য রয়েছে একটি মাত্র টাইম কলা। তাও বাডি থেকে অনেকটাই দূরে। একাবাসীর অভিযোগ একটিমাত্রে কল হওয়ায় সেই কলে জল নিতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয় প্রতিটি পরিবারকে। অপরদিকে গরম পড়তেই মায়াপুর বল্লালদীঘি ছাড়াও বৈশকিছু এলাকায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের তীব্র সংকট। বাসিন্দাদের অভিযোগ পানীয় জলের সংকটের বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বারবার জানিও কোনও রকম সুরাহা হয়নি। বল্লালদীঘি হরিসভা পাড়া এলাকার বাসিন্দা যুবকসাগর বিশ্বাস বলেন, আমাদের এলাকায় দুই শতাধিক পরিবারের জন্য রয়েছে একটি মাত্র পানীয় জলের কল। সেই কলে জল আনতে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় ঝগড়াও হয়। বিষয়টি অবগত করে স্থানীয় মায়াপুর বামনপুকুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানালেও তারা কোনও রকম ব্যবস্থা যোেনি। অন্যদিকে নরদীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ জানান,ওই এলাকার জল সংকটের বিষয়টি জানা ছিলনা। সেখানকার সিপিএমএম পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান এ বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির কাছে জানায়নি। তিনি জানান,যেহেতু সমস্যাটি পানীয় জলের । তাই গুরুত্ব সহকারে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে বলে জানান, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ। অপরদিকে পানীয় জলের তীব্র সংকটের অভিযোগকে কার্যত স্বীকার করে নিয়ে,বল্লালদীঘি এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আয়েব নবী শেখ জানান, চিকিাদারদের টাকা পরশা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। সেটি মিটে গেছে। শুধু বল্লালদীঘি নয়, যেসব এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত সমাধান করা হবে বলে জানান পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য তথা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আয়েব নবী শেখ।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের কর্মায় এবং মঙ্গল একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার রয়েছে। তিনি প্রয়োজনীয় রেলওয়ে নিরাপত্তা প্রদানে একটি অনুপ্রাণিত এবং সুসমর্থিত বাহিনীর গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং ভাল কর্মার্থিত শক্তির গুরুত্বের উপরও জোর দেন। তাদের প্রয়োজনগুলি মোকাবেলা করার জন্য মুক্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যাত্রী, রেলের সম্পত্তি এবং জাতীয় স্বার্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং সতর্কতার ক্রমাগত আপগ্রেডেশনের গুরুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এই সফরটি খুঁই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। ডাইরেক্টর জেনারেল, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করতে এবং এর নিরাপত্তা উপকরণগুলির সক্ষমতা ও প্রস্তুতি আরও বাড়ানোর জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চার জেলার শতাধিক বাইক চুরির অভিযোগ , বলাগড় থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল ‘ওয়ান্টেড’ বাইক চোরকে

বনস্পতি দে, হুগলি, ২১ এপ্রিল : অনুনো-অজানা লোকের সঙ্গে নানা অছিলায় ভাব জমিয়ে তাদের বাইক নিয়ে কেটে পরাই তার কাজ। ‘ধুম’ সিনেমার ভিলেনের মতন রাজকুমারের কীর্তি। এ বার আর শেষ রক্ষা হল না। পুলিশের হাতে একেবারে বমাল সমেত প্রেপ্তার বাইক চোর। এখনও পর্যন্ত শতাধিক বাইক চুরির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। হুগলি, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান – চার জেলা জুড়ে তার আধা গতিবিধি। অভিযোগ, থানা-পুলিশ, প্রেপ্তার সবই হয়েছে। কিন্তু বারবারই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে সে। এর আগে পূর্ব বর্ধমানের কালনা

রাজকুমার। চলতি বছরের মার্চে এক মারামারির ঘটনায় শেওড়াফুলি স্টেশনে তাকে আটক করেছিল জিআরপি। পরে তার ছবি বিভিন্ন থানায় পঠানো হলে, তাকে শনাক্ত করে হেফাজতে নেয় পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানা। পরে তাকে রিমান্ডে বলাগড় আনা হয়। হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি (অপরাধ দমন) অভিভি সিংহা মহাপাত্রা বলেন, বলাগড় থানাতেও রাজকুমারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকায়, গত ১৭ তারিখ তাকে তিন দিনের রিমান্ডে বলাগড় নিয়ে এসে জেরা করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জয়গা থেকে মোট ছ’টি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বিহারে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং নমো ভারত র‍্যাপিড রেল পরিষেবা চালু হবে

২১ এপ্রিল : স্বল্প দূরত্বের শহরগুলির মধ্যে বিশ্বমানের পরিষেবা প্রদানের জন্য তৈরি, এই দ্রুত রেল পরিষেবা আন্তঃনগর অরণ্যে বিপ্লব এনেছে। প্রথম নমো ভারত র‍্যাপিড রেল গুজরাটের আহমেদাবাদ এবং ভূজের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এখন, জয়নগর এবং পাটনার মধ্যে দ্বিতীয় পরিষেবা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম ট্রেনটিতে ১২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ ছিল, তার

বিপরীতে, জয়নগর-পাটনা ট্রেনটিতে ১৬ টি কোচ থাকবে, যা একসাথে ২০০০ জনেরও বেশি যাত্রীকে বহন করতে পারবে। মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে নির্মিত, এই ট্রেনটিতে উন্নত নিরাপত্তা এবং যাত্রী সুবিধা রয়েছে। এটি প্রতিটি কোচে কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা এবং জরুরি টকব্যাক ইউনিট দিয়ে সজ্জিত। ট্রেনের উভয় প্রান্তে লোকো পাইলট কেবিন রয়েছে, যা ইঞ্জিন রিডালের কারণে প্রয়োজনই দূর করে। এরগোনোমিকভাবে ডিজাইন করা আসনগুলি আন্তর্জাতিক স্তরের আরাম প্রদান করে এবং প্রতিটি কোচে টাইপ-এ এবং টাইপ-সি চার্জিং সকেট রয়েছে। ট্রায়ল-টুগুলি আধুনিক ভ্যাকুয়াম-ভিত্তিক, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্টপ্রাপ্ত সুবিধা সহ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় দরজা, ধুলো-প্রতিরোধী গ্যার্ডনেজ, আধা-স্থায়ী কাপড়ার এবং প্রতিটি কোচে ডিজিটাল রুট ম্যাপ সূচক, যা মট্রো ট্রেনের মতো। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসঃ সহরসাকে লোকমান্য তিলক টার্মিনাসের সাথে সংযুক্তসহরসাকে লোকমান্য তিলক

টার্মিনাসের সাথে সংযুক্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দেশের তৃতীয় এই ধরণের ট্রেন হবে, যা দারভাঙ্গা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং মালদা টাউন-সারি এর। বিশেষশ্রাব্য টার্মিনাল, বৈশাল্লুর মধ্যে পরিষেবা প্রদানের পর। ১৩০ কিমিঘণ্টা গতির জন্য ডিজাইন করা এই আধুনিক ট্রেনটি মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় টেনাইয়ের পেরাশুরের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়েছে। ট্রেনটিতে পুশ-পুল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা দ্বিমুখী চলাচল সম্ভব করে। যদিও এটি একটি নন-এসি এক্সপ্রেস, এটি বন্দে ভারত-স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। সমস্ত কোচ স্লিপার এবং নন-এসি অসংরক্ষিত। আরাম-বর্ধক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ভাঙ্কযোগ্য স্ন্যাক টেবিল, মোবাইল হোল্ডার, বোতল হোল্ডার, বিমান-স্টাইলের আলোকিত মেঝে স্টিপ এবং স্প্রিং সাসপেনশন সিস্টেম। ট্রায়েলগুলিতে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা এবং জল সররক্ষনের জন্য একটি ইলেক্ট্রো- নিউম্যাটিক ফ্লাশিং সিস্টেম রয়েছে, যার মধ্যে সাবান ডিসপেনসার এবং অ্যারোসোল-ভিত্তিক অগ্নি দমন ব্যবস্থা রয়েছে। জরুরি টকব্যাক সিস্টেম যাত্রীদের ট্রেন ম্যানেজারের সাথে সংযুক্ত করে এবং সমস্ত কোচগুলিতে অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা রয়েছে – ভারতে নন-এসি কোচগুলিতে এই প্রথমবারের মতো এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হচ্ছে। একটি অনবোর্ড কন্ডিশন মনিটরিং সিস্টেম দ্বারা নিরাপত্তা আরও উন্নত করা হয়েছে যা চাকা এবং য়ারিথিংয়ের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।এছাড়াও, পিপ্রা এবং সহসরার মধ্যে নতুন যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে – নবনির্মিত সুপৌল – পিপ্রা লাইনকে সংযুক্ত করে – এবং বিথান এবং আলাউলি হয়ে সমষ্টিপূর্ণ এবং সহরসার মধ্যে নতুন যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে। এই নতুন পরিষেবাগুলি উত্তর বিহারের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে মিথিলা অঞ্চলের বাসিন্দাদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।

লোকো পাইলটদের কল্যাণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ মালদা বিভাগের

ালদা, ২১ এপ্রিল : ট্রেন পরিচালনায় নিরাপত্তা ও উৎকর্ষতার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে পূর্ব রেলের মালদা বিভাগ লোকো পাইলটদের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগগুলি মূলত তাদের প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও পরিচালনাগত সহায়তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।ভক্তলোকে পাইলটরা ট্রেন পরিচালনার প্রথম সারির নিরাপত্তা বাহক হিসেবে কাজ করেন। তাদের দক্ষতা সরাসরি রেলের সমমন্বিততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করে মালদা বিভাগ নিয়মিত পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মানবিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।ভক্তলোকে মালদা বিভাগে মোট ১,২৪৩ জন লোকো পাইলট, যার মধ্যে ১৮ জন মহিলা রয়েছেন। এছাড়াও ১১৭ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট বর্তমানে প্রশিক্ষণাধীন।

বিশ্রামের জন্য আধুনিক রেস্ট রুম (রানিং রুম) লোকো পাইলটদের বিশ্রামের জন্য মালদা বিভাগে নয়টি রানিং রুম চালু রয়েছে। এই গুলির অবস্থানঃ মালদা টাউন, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, জামালপুর, গংকারা, বড়হরোয়া, কাহালগাঁও, গোদা, টিলডাঙ্গা ও মনিগ্রাম।ভক্তওই সব রানিং রুম এখন সম্পূর্ণরূপে ঐয়ার কন্ডিশনড করা হয়েছে, যাতে গ্রীষ্মকালের অতিরিক্ত গরমেও কর্মীরা স্বাস্থ্যেতে বিশ্রাম নিতে পারেন। এখানে রয়েছেঃ পুষ্টিকর ও ভর্তুকিমুক্ত আহার, সুসজ্জিত জিমের ব্যবস্থা, দ্রুত ও মানসিক বিশ্রামের ব্যবস্থা, বিনোদনের জন্য আলাদা জায়গাঃ তদুপরি, ভাগলপুর, মনিগ্রাম, বড়হরোয়া ও টিলডাঙ্গা-তে নতুন রানিং রুম নির্মাণাধীন রয়েছে, যা ভবিষ্যতে সুবিধা ও ধারণক্ষমতা আরও বাড়াবে। নিরাপদ পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতিঃ যানদা বিভাগ ট্রেন পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছেঃ প্রকৌমোটিভে এয়ার কন্ডিশনিং যুক্ত করাঃ বন কুয়াশায় দূশমানতা বৃদ্ধিঃ জন কণ সিগন্যাল ডিভিডিয়ন ব্যবহার- প্রকৌটি লোকো পাইলটকে ‘লোকেশন বুকলেট’ প্রদান নিয়মিত ইমার্জেন্সি ব্রেক ড্রিল পরিচালনা – নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন সব লোকো পাইলটকে প্রতি তিন বছরে একবার রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়, যাতে তারা রেলের আধুনিক নিরাপত্তা নিয়মাবলি ও পরিচালন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপডেট থাকেন। আবাসন ও স্বাস্থ্যসেবা লোকো পাইলটদের জন্য মালদা বিভাগে রেল কোয়ার্টার প্রদান করা হয়, যা কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এছাড়াও, রেল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে লোকো পাইলট ও তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর আওতায় রয়েছে : ঐনিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ মালদা পুলিশ রেলের মূল স্তম্ভ লোকো পাইলটদের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও মানবিক সহায়তার সমন্বয়ে এই বিভাগ সুরক্ষিত, দক্ষ ও নিরবিচ্ছিন্ন রেল পরিষেবা বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২২ জনকে ভূয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে পুলিশের জালে সিভিক ভলান্টিয়ার

দূরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২১ এপ্রিল : সর্বের মশেই ভূত! আরও একবার প্রমাণ হল মালবাজার থানায়। পুলিশ ক্রিয়ারেল সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে সেখানকারই এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত মনিরুল ইসলাম মালবাজার থানাতেই কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সেনাবাহিনীর অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের কাছ থেকে পুলিশ ক্রিয়ারেল সার্টিফিকেট চাওয়া হয়ে থাকে। এই সার্টিফিকেট সাধারণত অনলাইনে আবেদন করে, নির্দিষ্ট সময়সীমা ও ডেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কিন্তু মনিরুল ইসলাম অফলাইন পদ্ধতিতে ২২ জন আবেদনকারীর নামে ভূয়া সার্টিফিকেট তৈরি করে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই মালবাজার থানার পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রবিবার রাতে কনকজন্ম যুবক থানায় এসে সার্টিফিকেটের পিন কোড সরশোধনের অনুরোধ করলে বিষয়টি পুলিশের সন্দেহের উদ্বেক করলে। তদন্তে নামতেই উঠে আসে মনিরুল ইসলামের নাম। মনিরুলকে গ্রেফতার করে সোমবার পুলিশইণ্ডি জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। পাশাপাশি, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এমন জালিয়াতি চলছিল। প্রসঙ্গত, অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুন , আটক অভিযুক্ত স্বামী! চাঞ্চল্য



দূরন্ত বার্তা, কান্দি, ২১ এপ্রিল : স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বন্দনা মন্ডল(৬৮)। রবিবার মাঝরাাত্রে ভরতপুরের কোনাইপাড়া এলাকায় ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল চলছিল। রবিবার রাতে তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। একপর্যায়ে সেই বচসা হাহাতিতে পৌঁছায় । হাতুড়ি দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে স্বামী, মাটিতে পড়ে যায়। আচেন্তে অবস্থায় বন্দনা কে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মাথায় একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, হাতুড়ির আঘাতে মায়ের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের মেয়ে সমাণ্ডি মন্ডলের। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত স্বামী রবি মন্ডলকে আটক করে ভরতপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পারিবারিক অশান্তি নাকি বিবাহ বহিষ্ঠিত সম্পর্কের জেরে এই খুন তদন্ত শুরু করেছে ভরপুর থানার পুলিশ। মৃতার কলমে ও মেয়ে বলেন পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযুক্তের বারাব কঠোরতম শাস্তি আবেদন করছেন। মৃতার মা মনিকা মন্ডল জানা যায়, সোমবার সকালে সাংসারি অশান্তির কারণে রবি মন্ডলের স্ত্রী বন্দনা মন্ডল কে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে খুন করে। ছেলে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে মৃত্তের ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বন্দনা মন্ডল। এরপর স্থানীয়ারা খবর দেয় ভরত পুর থানাতে ঘটনার খবর পেয়ে তত্খিত্ব নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভরতপুর থানার পুলিশ। বন্দনা মন্ডল দেহ উদ্ধার করে ভরতপুর থানার পুলিশ। কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার গ্রাহকদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে

গোরক্ষপুর, ২১ এপ্রিলঃ যাত্রী-কেন্দ্রিক উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার গ্রাহকদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে যাত্রী সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য, অবকাঠামো শক্তিশালী এবং উন্নত করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, প্ল্যাটফর্মগুলিতে যাত্রীদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক চলাচলের জন্য ফুট ওভার ব্রিজ, লিফট এবং হাই-ফ্লোর প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ ও সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ১০টি স্টেশনে ২৩ টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৮টি স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ এবং ১৯ টি স্টেশনে ২১ টি হাই-ফ্লোর প্ল্যাটফর্ম (নতুনএক্সটেনশন) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ১০টি স্টেশনে লিফট স্থাপন করা হয়েছে, ০৬টি ইক্সতনগরে, ০২টি বেরেলি সিটিতে, ০৪টি গোমতী নগরে, ০২টি সিদ্ধার্থ নগরে, ০৩টি বানারসে, ০২টি বারাগনী সিটিতে, ০২টি মাইরওয়ায়, ০২টি বিলয়ারি, ০২টি সুরেন্দ্রনাপুরে এবং ০১টি শ্রায়াগরাজ রামবাগে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, এই রেলওয়ের ১৮টি স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ (একুওবি) নির্মাণ করা হয়েছে যেমন গাজীপুর ঘাট, খুরহাট, আজমগড়, খোরাসান রোড, মকরন্দপুর, দিদারগঞ্জ, বিতরই, কিছা, ঘুঘুলি, প্রয়াগরাজ রামনগ, ঘুলি, কাউডিগঞ্জ, কাউরহাট মাইজপুর, প্যাটিয়ায়ী ও কাগুনগঞ্জ। যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য, শ্রয়াগরাজ রামবাগ (২টি প্ল্যাটফর্ম), শাহবাজুলি, বেলথারা রোড, লালকুয়ান, রামনগর, কিছা, বাহেরি, বেরেলি সিটি, উথানি, বাদাউন, টৌরোয়ানাপুর, বিলাসপুর, কাউরগঞ্জ রোড, উজানী, বেলথারা রোড নামে ১৯টি স্টেশনে ১৯টি হাই-ফ্লোর প্ল্যাটফর্মের (নতুনএক্সটেনশন) কাজ শেষ হয়েছে। বাজপুর, ঘাঘরা ঘাট, জারওয়াল রোড এবং সরু (২টি প্ল্যাটফর্ম)। এই ফুটওভার ব্রিজের মাধ্যমে যাত্রীরা এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন এবং নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাবে। স্টেশনগুলিতে এসকেলেটর এবং লিফট সুবিধার সুবিধা যাত্রীদের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে সাহায্য করে এবং যাত্রীরা তাদের লাগেজ নিয়ে সহজেই এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে পারেন। উচ্চ-তলের প্ল্যাটফর্মের কারণে ট্রেনে ওঠানো করা সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

পুরুলিয়ার শিকার উৎসব নিয়ে সচেতনতার প্রচারণে মিছিল

দূরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ এপ্রিল : পুরুলিয়ার আদিবাসীদের অন্যতম উসব বৃদ্ধ পূর্ণিমায় শিকার উৎসব। কিন্তু পশু শিকার এখন নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে সচেতনতার বার্তা নিয়ে উপস্থিত হল বনবিভাগ । চিরাচরিত রীতি মেনে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে অযোধ্যা পাহাড় জুড়ে শিকার হয়ে থাকে। শিকার উৎসব বা দিসুম সেন্দ্ৰা হল স া ও ত া ল স ম্প্র দ া য়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এ-বছর ১২ মে অর্থাৎ বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন শিকার উৎসব পালিত হবে।



হবে। আর এই উসবের বন ও বন্যপ্রাণদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য অভিাব প্রচার শুরু করল বনবিভাগ। বন ও বন্যপ্রাণী সররক্ষণের বার্তা দিয়ে ঝালদা শহরের কাছে মসিনা গ্রামে অভিনব পদযাত্রার আয়োজন করা হয় বনবিভাগের ঝালদা রেঞ্জের পক্ষ থেকে। ছৌ নৃত্যের মাধ্যমে একেবারে অভিনব কায়দায় রিভ্ন প্রচার করা হয়। এই প্রচারে পামেলায় মসিনা সভ্যতামা বিদ্যাপীঠ নিম্ন বুনিয়াদির কটি-চাফা। এছাড়াও এলাকার বহু মানুষ এই প্রচারে অংশ নেন। পড়ুাদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। সেই প্ল্যাকার্ডের প্রতিটি জগথাতেই বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা ছিল। এছাড়াও জঙ্গলে অভয় বাসে না লাগে সেই বার্তাও দেওয়া হয়। বনদক্ষতরের একটিই বার্তা, বন্যপ্রাণ শিকার নই উৎসবে মেতে উঠুন। এ বিষয়ে ঝাদান রেঞ্জার অপূর্ব মহাহ্তি বলেন, এই সময় বনাঞ্চলে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে তাই মানুষ যাতে সচেতন থাকে যাতে জঙ্গলের কোনও ক্ষতি না হয় সেই কারণেই এই বিশেষ বার্তা প্রদান। এরই পাশাপাশি শিকার উৎসব যাতে সৃষ্টভাবে পালিত হয় সেই কারণেই মানুষকে সচেতন করা হল।

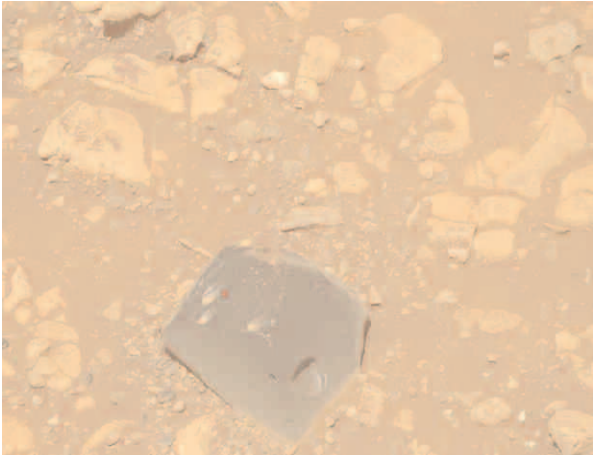
উত্তর মিলল ভেসে আসা জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তির উৎসর

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ এপ্রিল : রবিবার দিবার সমুদ্রতটে জগন্নাথদেবের একটি কাঠের মূর্তি ভেসে আসে। এই নিয়ে ধর্মীয় আলোড়ন পড়ে যায় সৈকত নগরীতে। রাজনৈতিক চর্চাও তুঙ্গে ওঠে। সোমবার সেই ঘটনার আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন হল। জানা গেছে, দিবার বাসিন্দা কল্‌না জানার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হচ্ছিলেন জগন্নাথদেবের এই মূর্তি। সম্প্রতি বিগ্রহটির একটি হাত ভেঙে যায়। এরপর পুরোহিতের পরামর্শে রবিবার সকালে তারা ওই বিগ্রহটিকে ধর্মীয় আচার মেনে সমুদ্রে বিসর্জন করেন। বিসর্জনের পর সেই বিগ্রহটিই আবার সমুদ্রের তেমনে ভেসে ফিরে আসে উপকূলে। একথা জানাজানি হতেই স্থানীয়ারা এই ঘটনাকে ঈশ্বরীয় সংকেত বলে মনে করলেন। ওই নবনির্মিত ঘাটে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকই। কেউ ফুল দিচ্ছেন, কেউ আবার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করছেন। কল্পনা জানা সবাবদাম্যধমে বলেন, বিগ্রহটির হাত ভেঙে যাওয়ায় আমরা পুরোহিতের পরামর্শে তা বিসর্জন দিই। এখন আমরা নতুন বিগ্রহ নির্মাণ করছি। জেলা পরিষদের সভাপতিপতি তথা জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন কমিটির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম হাবিক জানান, আসল রহস্য উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। সেটিই হল।

সম্পত্তির বিবাদের জেরে খুন

বিজ্ঞান

মঙ্গল গ্রহে একটি রহস্যময় খুলি আকৃতির পাথরের ছবি তুলেছে রোভার



মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মার্স রোভার পারসিভারেন্স মঙ্গল গ্রহে একটি রহস্যময় খুলি আকৃতির পাথরের ছবি তুলেছে। খুলি আকৃতির পাথরের উৎস সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য মেলেনি। স্ফাল হিল নামে অভিহিত রহস্যময় পাথরটি ১১ এপ্রিল পারসিভারেন্স রোভার জেজেরোে ক্রেটারের প্রান্তে মার্টক্যামজেত যন্ত্র ব্যবহার করে অবিস্কার করেছে। ছবিতে দেখা যায়, পাথরের চারপাশের বেশির ভাগ অঞ্চল হালকা রঙের ও ধূলিময়। খুলি আকৃতির পাথরটি অন্ধকার, কৌণিক ও ক্ষুদ্র গর্তে ঢাকা। নাসা জানিয়েছে, এই ভাসমান পাথরটি দেখতে কিছুটা গাঢ় রঙের। কৌণিক পৃষ্ঠের সঙ্গে চারপাশের হালকা রঙের শিলাস্তরের বিপরীতে স্বতন্ত্র ধরনের পাথরটি। পাথরটিতে কয়েকটি ছোট গর্ত দেখা যায়। পাথরের উৎস অনিশ্চিত থাকলেও

নাসা মনে করেছে, স্ফাল হিলের গর্ত ক্ষয় থেকে হয়েছে কিংবা কোনো উচ্কার পতনের কারণে তৈরি হতে পারে। নাসা জানিয়েছে, স্ফাল হিলের গর্ত পাথরের কণা ক্ষয় বা বাতাসের ঘর্ষণের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। অতীতে হয়তো স্ফাল হিল কাছাকাছি কোনো শিলাস্তর থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েও তৈরি হতে পারে। নাসার গবেষক দল বিশ্বাস করছে, স্ফাল হিলের রং কিউরিওসিটি রোভার কর্তৃক আগে গেইল ক্রেটারে পাওয়া উচ্কার রঙের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এসব পাথরের মধ্য থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের উত্তর

মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি স্থাপনে কাজ করছে স্পেসএক্স

লাল রঙের মঙ্গল গ্রহ নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। তাই দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গল গ্রহকে প্রাণধারণের উপযোগী করতে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। শুধু বিজ্ঞানীরাই নয়, মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য কাজ করছেন স্পেসএক্স, টেসলাসহ খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সের মালিক ইলন মাস্কও। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে বসতি গড়ার জন্য ১০ লাখ মানুষকে নিয়ে যেতে চান তিনি। তবে মানুষ কি আদৌ মঙ্গল গ্রহের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ পাতলা এবং ৯৫ শতাংশই কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিপূর্ণ। অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম থাকায় শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই মঙ্গল গ্রহে মানুষের টিকে থাকার জন্য কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে। শুধু তাই নয়, মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল মানুষকে মহাজাগতিক ও সৌর বিকিরণ থেকে পর্যাণ্ড সুরক্ষা দিতে পারবে না। এর ফলে মানুষের শরীরে ক্যানসারের পাশাপাশি ম্নায়বিক ক্ষতি ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ হতে পারে। মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের আরেকটি ঝুঁকি হচ্ছে তাপমাত্রা। মঙ্গল গ্রহের গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৬৫ থেকে মাইনাস ১২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তাই সেখানে বসবাস করতে হলে উষ্ণ আবাসস্থল ও বিশেষ পোশাকের প্রয়োজন হবে। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহের ধূলিঝড়। সেখানে ধূলিঝড় কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে চলতে পারে। ধূলিঝড়ের সময় পুরো গ্রহ ধূলয়া ঢেকে যায়। এর ফলে সৌর প্যানেল বসানো হলে তা ধূলিঝড়ের সময় অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। মঙ্গল গ্রহে বসতি জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাই মানব ভরতির জন্য পর্যাণ্ড পরিমাণে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। শুধু তাই নয়, খাদ্য উৎপাদন করতে হবে মানুষকে, যা মঙ্গল গ্রহের প্রতিকূল পরিবেশে কঠিন হতে পারে। এ ছাড়া মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে মানুষের হাড় এবং পেশি দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

খুঁজছেন। এ বছরের জানুয়ারিতে নাসার মার্স রিকনস্যাঙ্গ অবরিটার (এমআরও) বেশ কিছু নতুন ছবি সংগ্রহ করে। ছবিতে উত্তর গোলার্ধে হিমায়িত বালুর টিলায় ঢাকা মঙ্গলপৃষ্ঠ দেখা যায়। পৃথিবীর

টিলার বিপরীতে মঙ্গলের টিলা গতিশীল বলা হচ্ছে। গত বছরের অক্টোবরে একটি নাসা লাল গ্রহ মঙ্গলপৃষ্ঠের বরফ জমাট জলের নিচে প্রাণের সম্ভাব্য আবাস থাকতে পারে বলে জানিয়েছে।

পিঁপড়ার মস্তিষ্কের গঠন ছোট হলেও তাদের নিউরনের সংযোগ অত্যন্ত কার্যকর

ছোট পিঁপড়ার দল দেখতে দারুণ লাগে। সারিভদ্র ও দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায় পিঁপড়া। খুদে এই প্রাণী দিনরাত পরিশ্রম করে চলে। আর তাই তো যেখানেই মিষ্টি বা চিনিযুক্ত খাবার রাখুন না কেন, পিঁপড়া সেদিকে যাবেই। আপাতদৃষ্টে ক্ষুদ্র ও সাধারণ মনে হলেও পিঁপড়ার সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করছে অনেক বছর ধরেই। পিঁপড়াকে মানুষের চেয়েও সামাজিক জীব বলা হয়ে থাকে। কারণ, কঠিন পরিশ্রমের পাশাপাশি সুসংগঠিত একটি কলোনিতে বাস করে পিঁপড়া। প্রতিটি কলোনিতে একটি ‘রানি পিঁপড়া’ থাকে। রানি পিঁপড়াকে ঘিরে গড়ে ওঠে একেবারে কলোনি। আর শ্রমিক পিঁপড়া খাবার সংগ্রহ, বাসা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণসহ বাচ্চার যত্ন করে। সৈনিক পিঁপড়া কলোনিকে শত্রুর



হাত থেকে রক্ষা করে। শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়ে পিঁপড়ার কলোনিতে স্থিতিশীলতা দেখা যায়। পিঁপড়া একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফেরোমন নামের রাসায়নিক সংকেত ব্যবহার করে। খাবারের সন্ধান, বিপৎসংকেত বা কলোনির সদস্যদের মধ্যে বার্তা প্রেরণের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ফেরোমন নিঃসরণ করে। এই

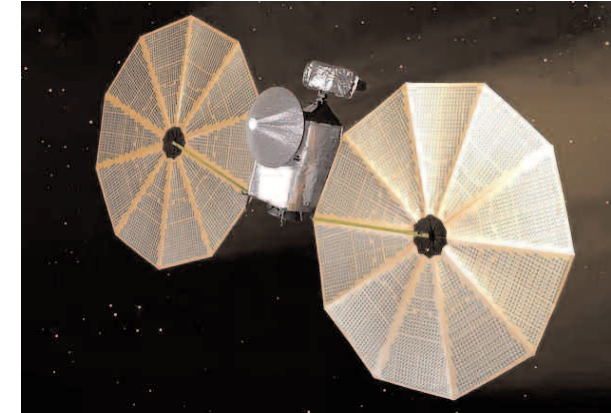
রাসায়নিক সংকেত এতটাই সুনির্দিষ্ট যে অন্যান্য পিঁপড়া সহজেই বার্তাটি বুঝতে পারে ও সেই অনুযায়ী কাজ করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিঁপড়ার এই রাসায়নিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ উন্নত রূপ। পিঁপড়া তাদের নৈন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। খাবারের সন্ধানে যাওয়ার সময়

বাধার সম্মুখীন হলে নতুন পথ তৈরি করার মতো কাজ খুব সহজে করতে পারে পিঁপড়ার দল। গবেষণায় দেখা গেছে, পিঁপড়ার স্মৃতিশক্তি বেশ উন্নত। তারা একবার খাদ্যের উৎসের সন্ধান পেলে সেই পথের তথ্য দীর্ঘ সময় মনে রাখতে পারে ও আবার সেখানে ফিরে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিঁপড়ার মস্তিষ্কের গঠন ছোট হলেও তাদের নিউরনের সংযোগ অত্যন্ত কার্যকর। এর ফলে পিঁপড়া সহজেই শেখার পাশাপাশি মনে রাখতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব পরিবেশেই পিঁপড়ার অস্তিত্ব দেখা যায়। মরুভূমির তীব্র তাপ থেকে শুরু করে শীতল বনভূমির প্রতিকূল পরিবেশেও নিজদের মানিয়ে নিতে পারে পিঁপড়া। এই অভিযোজনক্ষমতা পিঁপড়ার বুদ্ধিমত্তার আরেকটি প্রমাণ বলে মনে করা হয়।

লুসি মহাকাশযান বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি অচিহ্নিত গ্রহাণুদের ঝাঁকের দিকে যাত্রা করছে

নাসার লুসি মহাকাশযান বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি অচিহ্নিত গ্রহাণুদের ঝাঁকের দিকে যাত্রা করছে। যাত্রার সময় এই সপ্তাহে একটি ছোট গ্রহাণুর খুব কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাবে যানটি। ১১টি মহাজাগতিক পাথর পরিদর্শনের লক্ষ্যে ২০২১ সালে যাত্রা করে লুসি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কোনো গ্রহাণুর কাছাকাছি যাচ্ছে লুসি। গ্রহাণুর কাছ থেকে যাওয়ার সময় বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক সৌরজগৎকে জানতে গ্রহাণুর তথ্য সংগ্রহ করবেন। এসব গ্রহাণু সুদূর অবর্তীতে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের অংশ ছিল বলে মনে করা হয়। ২০২৭ সালে লুসি বৃহস্পতি

গ্রহের কাছে ট্রোজান গ্রহাণুর এলাকায় পৌঁছাবে। মহাকাশযানটি এবারের গ্রহাণু দর্শনে তিনটি সরঞ্জামের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবে। ডোনান্ড জোয়ানসন নামের গ্রহাণু থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা। লুসির সঙ্গে গ্রহাণুর দেখাসাক্ষাৎ পৃথিবী থেকে ১৩ কোটি ৯০ লাখ মাইল দূরে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী প্রধান গ্রহাণু বেল্টে ঘটবে। গ্রহাণুটির ৫৯৬ মাইল কাছে যাবে যানটি। গ্রহাণুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আট কিলোমিটারের মতো। যদিও প্রক্ষে অনেক ছোট বলে অনুমান করা হচ্ছে। মহাকাশযানটি ঘটনায় ৩০ হাজার মাইলের বেশি গতিতে ছুটে যাচ্ছে। গ্রহাণুটি ১৫ কোটি বছর



আগে একটি বড় সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট অগণিত খণ্ডের মধ্যে একটি বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাউথওয়েস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের

প্রধান বিজ্ঞানী হল লেভিসন বলেন, এই গ্রহাণু দেখতে সাধারণ কোনো আলুর মতো নয়। গ্রহাণুটি লম্বাটে হতে পারে। গ্রহাণুর সঙ্গে

‘ওলো’ নামে নতুন এক রং আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা



ওলো নামে নতুন এক রং আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই রং আগে কখনো দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, স্বাভাবিকভাবে এই রং দেখা যায় না। এই রং দেখতে হলে চোখের রোটিনায় জেজার লাইট ফেলতে হবে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস সাময়িকীতে নতুন এ রঙের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। নতুন রং আবিষ্কারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলের তড়িৎ প্রকৌশলী রেন এনজি বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই ধারণা করেছিলাম, কোনো একটি অভূতপূর্ব রং দেখব আমরা। রংটি খুবই গাঢ়।’ নতুন রং সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ফিরোজা রঙের একটি বর্ণক্ষেত্রের ছবি শেয়ার করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আসলে যে রং দেখা গেছে, তা সাধারণভাবে বোঝানো যাবে না। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী অস্টিন রুর্দা জানিয়েছেন, ‘কোনো লেখা বা মনিটরে নতুন রং বোঝানো সম্ভব নয়। আসল কথা হচ্ছে, এটি সেই রং নয়, যা আমরা দেখি। আমরা যে রং দেখি, তা এর একটি রূপ। বাস্তবের সব রং ওলো নামের এই রঙের তুলনায় একেবারেই ফ্যাকাশে’। সাধারণভাবে বর্ণনা আলো রোটিনার কোণ নামক রং-সংবেদনশীল কোষের ওপর পড়ে, তখন মানুষের চোখ লাখ লাখ রঙের শেড বা বিভিন্ন রূপ আলোদা করতে পারে। তিন ধরনের কোণ কোষ রয়েছে, যা আলোর দীর্ঘ, মাঝারি ও ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল। লাল আলো দীর্ঘ কোণকে উদ্দীপিত করে এবং নীল আলো ছোট কোণকে সক্রিয় করে। যদিও কোনো প্রাকৃতিক আলো রোটিনার মাঝখানে অবস্থিত মাঝারি কোণকে উদ্দীপিত করতে পারে না। গবেষণায় অংশ নেওয়া স্বেচ্ছা সেবকদের রোটিনা স্ক্যান করে মাঝারি কোণকে চিহ্নিত করেন বিজ্ঞানীরা। এরপর রোটিনা স্ক্যান করে মাঝারি কোণে আলোর ঝলক ফেলতে একটি লেজার ব্যবহার করা হয়। তখনই এই রং দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, খুব শিগগির কোনো স্মার্টফোন ডিসপ্লে বা টিভিতে ওলো রং দেখা যাবে না। ভিআর হেডসেট প্রযুক্তির থেকেও অনেক দূরে এই রঙের অবস্থান।

উমরাংসো কয়লা খাদান বিপর্যয় ঃ প্রকাশ্য শুনানিতে সাক্ষ্য প্রদান ড্যানিয়েল ও বাপুজিতের

উমরাংসো, ২১ এপ্রিল ঃ ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসো তিনকিলো কালামাটি বসতিতে অবস্থিত কয়লা খাদানে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনার প্রকাশ্য শুনানিতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতির আহ্বায়ক ডানিয়েল লাংথাসা এবং বাপুজিং লাংথাসা। আজ সোমবার উমরাংসোতে নিপকো কার্যালয়ের সভাকক্ষে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রাক্তন ন্যায়াধীশ অনিমা হাজরিকা নেতৃত্বাধীন এক সদস্যের তদন্ত কমিটির সামনে উমরাংসো কয়লা খাদানে অবৈধ রেটহোল মাইনিং নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরছেন ডানিয়েল এবং বাপুজিং লাংথাসা। প্রকাশ্য শুনানিতে সাক্ষ্য প্রদান করে বেরিয়ে এসে ডানিয়েল লাংথাসা বলেন, গত ৬ জানুয়ারি তিনি উমরাংসোর অসম করলা খনিতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনার সকল তথ্য তারা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রাক্তন ন্যায়াধীশ অনিমা হাজরিকার কাছে পেশ করেছেন। তিনি বলেন, গত ৬ জানুয়ারি কয়লা খাদানে শোকাবহ ঘটনার পর ১৬ জানুয়ারি ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে উমরাংসো থানায় একটি এজাহার দাখিল করেছিলেন। কিন্তু উমরাংসো থানার পুলিশ এই এজাহারের ভিত্তিতে কোনও মামলা নিথিভুক্ত করেনি। এ সব বিষয় তাঁরা তদন্ত কমিশনের কাছে তুলে ধরেছেন। ডানিয়েল বলেন, আরও বিভিন্ন সংগঠনও অসম কয়লা খাদানে সংঘটিত ঘটনা নিয়ে উমরাংসো থানায় এজাহার দাখিল করলেও এ নিয়ে একটি মামলাও নিথিভুক্ত হয়নি। তবে পীতৃষ লাংথাসা এবং কমে কম্প্রাইয়ের দায়েরকৃত এজাহারের পরিপ্রেক্ষিতে হাফল্ড সিঙ্গেএম কোর্ট উমরাংসো থানার পুলিশকে মামলা নিথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। তিনি বলেন, এ থেকেই পরিস্কার, উমরাংসো রেটহোল মাইনিং সম্পর্কে সব কিছুই জেলা প্রশাসন ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ জানত। তাদের প্রত্যক্ষ মদতেই রেটহোল মাইনিং চলত বলে অভিযোগ করেছেন ডানিয়েল লাংথাসা। উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারি উমরাংসোর কালাপানিতে অসম কয়লা খাদানে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনার পর গত ২৪ জানুয়ারি অসম সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ বিভক্ত নম্বর ১০-এর মাধ্যমে ইসিএফ-৬০৬৭৩৭৩ নম্বরের একটি নির্দেশনা জারি করেছিল।

১১ এপ্রিল জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে রাজ্য সরকার এক সদস্যের যে তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছিল, এই তদন্ত কমিটি উমরাংসোতে আজ ২১ এপ্রিল প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করেছে। আজকের শুনানি প্রবেশ হাজির ছিলেন বিভিন্ন সংগঠন ও ভুক্তভোগী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা। গত ৬ জানুয়ারি ওই কয়লা খাদানে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনায় ৯ জন শ্রমিকের অকালমৃত্যু ঘটেছিল।

ত্রিপুরাবাসীর সমৃদ্ধি ও শান্তির প্রতীক গড়িয়া পূজা ঃ মেয়র

আগরতলা, ২১ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরাবাসীর সমৃদ্ধি ও শান্তির প্রতীক বাবা গড়িয়া। এই পূজা রাজ্যের জন্য ঐক্য ও শান্তির বার্তা বয়ে আনে। সোমবার আগরতলা পুর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নাজির পুকুর পাড় গড়িয়া পূজা কমিটি আয়োজিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে একা বসলেন পূ্র নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর ভাস্করী দেববর্মী সহ অন্যান্যরা। সোমবার রাজ্যজুড়ে পালিত হয় জনজাতিদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব গড়িয়া পূজা। রাজধানী আগরতলাতেও বিভিন্ন এলাকায় বাবা গড়িয়া পূজার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা পূর নিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নাজির পুকুর পাড় এলাকায় গড়িয়া পূজার আয়োজন করেছে নাজির পুকুর পাড় গড়িয়া পূজা কমিটি। এদিন সকালে এই উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পূর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর ভাস্করী দেববর্মী সহ অন্যান্যরা।

ডাইনোসর বিপর্যয় না হলে পৃথিবীর প্রাণের বিকাশ অন্য রকম হতো

একসময় বিশালকার ডাইনোসর পৃথিবীর বৃকে দাপিয়ে বেড়াত।

প্রায় ৬ কোটি ৬০ লাখ বছর আগে বিশাল গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় ডাইনোসর। যদি সেই বিপর্যয় না ঘটত তাহলে পৃথিবীর প্রাণের বিকাশ অন্য রকম হতো বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ডাইনোসর প্রায় ১৬ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর স্থলভাগে রাজত্ব করেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে মাংসখী দুই পায়ের ডাইনোসর থেরোপড, আকারে বড় গ্রিবাযুক্ত তৃণভোজী সেরোপড, পাখির মতো অর্নিথিশিয়ানের মতো বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর পৃথিবীতে ছিল। থেরোপড ডাইনোসরদের একটি শাখা থেকেই আজকের পাখির উদ্ভব হয়েছে। যদি বিলুপ্তি না ঘটত, তাহলে ছোট আকারের পালকযুক্ত থেরোপডরা আরও বৃদ্ধিমান ও সামাজিক প্রাণীতে বিবর্তিত হতে পারত। তারা হয়তো গাছের ডালে বাসা বাঁধত, দলবদ্ধভাবে শিকার করত ও উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা তৈরি করত। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, এরা হয়তো আজকের দিনের বৃদ্ধিমান শত্ৰুপায়ী প্রাণির মতো জটিল সামাজিক কাঠামো ও আচরণ প্রদর্শন করত। অন্যদিকে বড় আকারের থেরোপডদের মধ্যে টাইরানোসারাস রেজের বংশধররা আরও শক্তিশালী শিকারিতে পরিণত হতো। অন্যদিকে বিশালকার সেরোপডদের ক্ষেত্রেও বিবর্তনের প্রভাব দেখা যেত।

ভূগভোজী প্রাণী হিসেবে তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকত। বিভিন্ন ধরনের নতুন উদ্ভিদের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াত এই ডাইনোসর। কিছু সেরোপড হয়তো আরও ছোট ও দ্রুতগামী প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়ে খোলা প্রান্তভূমিতে দলবদ্ধভাবে বাস করত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডাইনোসরদের বিলুপ্তি না ঘটলে আজকের পৃথিবীতে তাদের বৃদ্ধিমান প্রজাতিও দেখা মিলত। শত্ৰুপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কের বিকাশের মতো কিছু ডাইনোসরদের মস্তিষ্কের আকারও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেত।

I, Rahima Bibi (Old Name) W/O-Sekih Abdul Gaffar resident of Vill & Po-Gokarna, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decralre that I have changed my name from Rahima Bibi to Jahanara Bibi and henceforth I shall be known as Jahanara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 08/04/2025. My name Jahanara Bibi & Rahima Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Bakar Dewan (Old Name) S/O-Abu Taher Dewan resident of Burwan, Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742132 do hereby decralre that I have changed my name from Bakar Dewan to Bakkar Dewan and henceforth I shall be known as Bakkar Dewan (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025. My name Bakkar Dewan & Bakar Dewan both are same and one identical person.

Name Change
I, Aisha Bibi (Old Name) W/O- Syed Syful Alam resident of Vill & Po & Ps-Barwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742132 do hereby decralre that I have changed my name from Aisha Bibi to Ayesha Siddika and henceforth I shall be known as Ayesha Siddika (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025 . My name Ayesha Siddika & Aisha Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Abu San (Old Name) S/O- Chhayruddin Sekh resident of Chhetlyani, Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decralre that I have changed my name from Md Abu San to Abusan Sekh and henceforth I shall be known as Abusan Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025. My name Abusan Sekh & Md Abu San both are same and one identical person.

Name Change
I,Md Abul Kashem Mondal (Old Name) S/O-Mochakher Mandal resident of Vill- Nagadia, Po-Dhubi Nagadi, Ps-Naka-shipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741137 do hereby decralre that I have changed my name from Md Abul Kashem Mondal to Abulkashem Mandal and henceforth I shall be known as Abulkashem Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025. My name Abulkashem Mandal & Md Abul Kashem Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Sedek Sekh & Sadek Sekh (Old Name) S/O-Ismail Sekh resident of Vill-Baitupara, Po-Sahajbajpur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby decralre that I have changed my name from Sedek Sekh & Sadek Sekh to Sadek Sekh and hencefort I shall be known as Sadek Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025 . My name Sadek Sekh (new name) & (old Name) Sedek Sekh & Sadek Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Nur Mohammad Sk (Old Name) S/O-Md Sunubuddin Sk resident of Hatgabobindpur Dakshinpara, Ps-Kalgani, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741181 do hereby decralre that I have changed my name from Md Nur Mohammad Sk to Nurmahammad Sekh and hencefort I shall be known as Nurmahammad Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025 . My name Nurmahammad Sekh & Md Nur Mohammad Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Latifun Bibi (Old Name) W/O-Late Abdul Hamid resident of Vill-Mokrampur, Po-Bishannagar, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decralre that I have changed my name from Latifun Bibi to Lutfannesa Bibi and hencefort I shall be known as Lutfannesa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 16/04/2025 . my name Lutfannesa Bibi & Latifun Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Ashadul Sekh (Old Name) S/O-Jalaluddin SK resident of Vill & Po-Uttar Bahirgachi, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741126 do hereby decralre that I have changed my name from Ashadul Sekh to Ashadul Sk and henceforth I shall be known as Ashadul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025 . My name Ashadul Sk & Ashadul Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, Alii Murtuza (Old Name) S/O-Nisad resident of Vill-Khojradanga, Po & Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742184 do hereby decralre that I have changed my name from Alii Murtuza to Sekih Alii Martaza and hencefort I shall be known as Sekih Alii Martaza (new name) in all purpose, vide an affidavit, sworn before the notary public Berhampore court on 21/04/2025. My name Sekih Alii Martaza & Alii Murtuza both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Rahman s/o late Shier Mahammad Khan resident of Segun Bagan Lane.P.o Telinpara. of dist Hooghly pin 712125. My actual name is Abdul Rahman and my Son name is Abid Khan ,but inadvertently my name wrongly written or record as Abdul Rahman Khan instead of Abdul Rahman in said son 's (Abid Khan) MP examination (WBBSSE) examination 2007.That Abdul Rahman 'Abdul Rahman Khan and Ab Rahman is same and one identical person.Vide an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah (Sadar) Hooghly,on 10th April 2025.

Name Change
I, Nandini Kumari Shaw D/o Rajesh Shaw Residing at 20, Collin Street, P.o - Park Street, P.s- New Market, District - Kolkata, Pin- 700016 West Bengal India shall henceforth be known as Nandini Shaw. I declare that Nandini Kumari Shaw and Nandini Shaw is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-04-2025.

Name Change
I, Iqbal Ahmad S/o Late Kudarat Ali Residing at Fatehag, Word No-3, P.o - Mohammadbabad, P.s- Moham-madbabad, District - Ghazipur, Pin-233227, Uttar Pradesh India shall henceforth be known as Iqbal Ahmed. I declare that Iqbal Ahmad and Iqbal Ahmed is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-04-2025.

Name Change
I, SHAIKH SAHIL MAHAMMAD (Old Name) S/O SK JALALUDDIN MAHAMMAD Residing at Vill- Ranisai, P.o - Ranisai, P.s- Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK SAHIL MAHAMMAD (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 21-04-2025. SHAIKH SAHIL MAHAMMAD (Old Name) and SK SAHIL MAHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SUSMITA KARMAKOR (Old Name) D/O UTTAM KARMAKAR, Residing at 6197/4, Gayeshpur, Kalyani, P.S. - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741234, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUSMITA KARMAKAR (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Kalyani, Nadia vide affidavit dated 21-07-2022. SUSMITA KARMAKOR (Old Name) and SUSMITA KARMAKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ajoy Das (old name) son of Late Bhuban Chandra Das, residing at 29, Muchipara Road, Ramrajatala, P.O- GIP Colony, P.S- Jagacha, Howrah - 711112, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Das (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah (dated 02/11/2023. Ajoy Das (old name) and Ajay Kumar Das (new name) both are same and one identical person.

বিলোনিয়া , ২১ এপ্রিলঃ স্বাস্থ্য সচিবের বিলোনিয়া হাসপাতাল পরিদর্শনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতালের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠল।

মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস, বিলোনিয়া পুর পরিষদের সদস্য অনুশম চক্রবর্তী। হাসপাতাল পরিদর্শনে

সাংবাদিকদের কাছে বিলোনিয়া হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট এবং পরিকাঠামোর সমস্যার কথা স্বীকার করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তো। তবে তিনি হাসপাতালের পরিবেশা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে বেশ প্রশংসাও করেন। কিরণ গিত্তের বিলোনিয়া হাসপাতাল পরিদর্শনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল বিলোনিয়া হাসপাতালের দক্ষিণ জেলা মেডিসিন স্টোরে থাকা লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ জলে ভাসছে। জেলা মেডিসিন স্টোর ইনার্চার্জ জীবন মজুমদার জানান, সোমবার ভোরের বৃষ্টির জল জেলা

ড্রেন কে বা কারা কিছু দিন পূর্বে বন্ধ করে দেয়। ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জল ওষুধের স্টোরে জমে যায়। জেলা মেডিসিন স্টোর ইনার্চার্জ আরও বলেন, ড্রেন বন্ধ এই বিষয়ে দক্ষিণ জেলা সিএমওকে জানানো হয়েছে তবে কোন কাজ হয়নি। দক্ষিন জেলার তিনটি মহকুমার জন্য বরাদ্দ ওষুধগুলি মজুত করার জন্য দক্ষিণ জেলা মেডিসিন মজুত করার জন্য প্রয়োজনীয় ঘর নেই। অথচ হাসপাতালের বহু ঘর খালি পড়ে আছে। স্বাস্থ্য সচিবের বিলোনিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন ও হাসপাতাল নিয়ে প্রশংসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সামান্য বৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ স্টোর রুমের মেঝে, বারান্দায়, সিঁড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জলকাদায় পড়ে রয়েছে।

কারা জিতবে টুফি? মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে চাঞ্চল্য!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ ভারতীয় ক্রিকেটের মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আবারও একবার আইপিএল নিয়ে মুখ খুললেন। দেশের ক্রিকেটপ্রমীদের কাছে তাঁর মতামত সবসময়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এবার তিনি যেভাবে কিছু নির্দিষ্ট দলকে ফেভারিট হিসেবে তুলে ধরেনছেন, তাতে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। সৌরভ স্পষ্টভাবে বলেছেন, আইপিএল এমন একটি টুর্নামেন্ট যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে খেলার চিত্র বদলে যেতে পারে। তিনি বলেন, “এখানে সব কিছু এত দ্রুত ঘটে যে কোন ম্যাচে হারটা থাকা আর কোটা নয়, তা বলা কঠিন।” তাঁর মতে, বোলিং আক্রমণই হচ্ছে আইপিএলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। যেসব দলের বোলিং ইউনিট শক্তিশালী, তাদের টুফি জেতার সম্ভাবনাও বেশি। সৌরভের প্রাক্তন দল কলকাতা নাইট রাইডার্স এই বছর বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। অধিনায়ক বদল হয়েছে, গৌতম গম্ভীর নেই মেন্টর হিসেবে এবং অনেকেই বলেন কেকেআরের বোলিং ইউনিট যথেষ্ট ধারালো নয়। সৌরভ নিজেও কেকেআরের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিকু সিং কিংবা আদ্র্বে বাসেলের মতো পাওয়ার হিটমেনদের কেন এত দেরিতে ব্যাটিংয়ে নামানো হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এই



ব্যাপারগুলিই কেকেআরের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবারের আইপিএলে সৌরভের চোখে বেশ কয়েকটা দল ফেভারিট হিসেবে উঠে এসেছে। তিনি পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাট্টালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গলুরু (আরসিবি)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সৌরভ বলেন, “এই দলগুলির বোলিং ইউনিট যথেষ্ট শক্তিশালী। আর সেটা আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে অনেক বড় ফ্যাক্টর।” গুজরাট টাট্টালস ইতিমধ্যেই একবার টুফি জিতে নিয়েছে, কিন্তু পাঞ্জাব ও আরসিবি এখনও পর্যন্ত শিরোপার মুখ দেখেনি। তাই সৌরভের ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবে রূপ নেয়, তাহলে এ বছর নতুন কোনও অলিম্পিয়নের জন্ম হতে পারে। বিশেষ করে আরসিবির ফ্যানদের জন্য এটা হতে পারে বহুদিনের স্বপ্নপূরণ। তবে সৌরভ নিজেই বলেছেন, “সময়ই সব বলবে। আইপিএল এক এমন প্রাক্টিস্ট যেখানে এক ম্যাচেই চিত্র পাল্টে যায়, এক ইনিংসে ভাগ্য ঘুরে যায়। তাই এখনই কারও টুফি নিশ্চিত বলা মুশকিল।” তবে একথা মানতেই হবে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ সবসময়ই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। এবার দেখার বিষয়, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকাক মতো কি না।

বোর্ডের চুক্তিতে শেষস-ঈশানের প্রত্যাভর্তন!

টাকা কমছে না বিরাট, রোহিতের

মুম্বই, ২১ এপ্রিলঃ অবশেষে যাবতীয় জল্পনার অবসান। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হচ্ছিল যে কবে বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ হবে। সিনিয়র ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজার ডিমেশন হতে পারে বলে শোনাও যাচ্ছিল। পাশাপাশি শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষাণ ফের বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে ফেরেন কিনা, তা নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। এ বার সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান। ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই সময়কালের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে সুশির খবর ভারতের দুই ‘অবাধ্য’ ক্রিকেটারের জন্য। কারণ, শ্রেয়স ও ঈশান আবার ফিরেছেন বোর্ডের চুক্তিতে। কোন ক্রিকেটার রয়েছেন কোন কাটেরগিরিতে? জেনে নিন বিস্তারিত। গত মরসুমে বিসিসিআইয়ের নির্দেশ না মানার কারণে বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষাণ। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁরা খেলতে চাননি, যে কারণে তাঁদের অবাধ্য



ক্রিকেটারের তকমাও জোট। এ বার দুই তরুণ ক্রিকেটার ফিরলেন ফের বোর্ডের চুক্তিতে। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি অনুযায়ী শ্রেয়স আইয়ার বি কাটেরগিরিতে জায়গা পেয়েছেন। আর ঈশান কিষাণ ফিরেছেন সি কাটেরগিরিতে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে প্রোমোশন

ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। ফলে ক্রিকেট মহলে বলা হচ্ছে, তাঁর জায়গাতেই এ কাটেরগিরিতে উঠে এসেছেন পঙ্ক। বিসিসিআইয়ের নতুন কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে বিরাট, রোহিত, জাদেজার কোনও ডিমেশন হয়নি। তাঁরা তিনজন এ প্রোভেই রয়েছেন। সঙ্গে এখানে আছেন জসপ্ৰীত বুমরাও। এ কাটেরগিরিতে ঋষভ পঙ্ক ছাড়া রয়েছেন- মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল, হার্দিক পাণ্ডিয়া ও মহম্মদ সামি। বি কাটেরগিরিতে শ্রেয়স আইয়ার ছাড়া রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল। প্রোভ সি-তে থাকা ক্রিকেটাররা হলেন- রিকু সিং, তিলক ভর্মা, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিশ্বাস, ইয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কুষ, রজত পান্ডিয়ার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষাণ, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরেন চক্রবর্তী ও হর্ষিত তাম্বা। মোট ৩৪ জন ক্রিকেটার বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন।

আইপিএলের নতুন বিনোদন নিয়ে হাজির ‘চম্পক’

মুম্বই, ২১ এপ্রিলঃ বিনোদনের মধ্যে বিনোদন। ভারতের জাতীয় খেলা হকি হলও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ক্রিকেট ও ফুটবল অনেক এগিয়ে। বিয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ক্র্যাঞ্চহাঙ্গি ক্রিকেট লিগ আইপিএল তো ভারতীয়দের কাছে শুধু বিনোদন নয়, ২ মাস ব্যাপী উৎসব। এই আইপিএল প্রতি বছরই দর্শকদের জন্য নতুন চমক নিয়ে আসে। এই আইপিএলে এবছরের নতুন চমক, রোবট কুকুর। এই রোবট ক্যামেরা কুকুর খুব মজার একটা বিষয় হয়ে উঠেছে ক্রিকেটার থেকে শুরু করে স্টাফ, চিয়ার লিডারদের কাছে। আইপিএলের অফিসিয়াল এক্স থ্যাডেলে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে রোবট কুকুরের কথা প্রথম প্রকাশ করা হয়। ওই ভিডিওতেই নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ধারাবাহ্যকার ডানি মরিসন ভক্তদের



সঙ্গে এটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ডানি মরিসন কুকুরটির বৈশিষ্ট্য শেয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন, “এটি হাটতে পারে, ছুটতে পারে, লাফাতে পারে, হাত মেলাতে পারে।” তিনি আরও বলেন যে কুকুরটির একটি পোষ্যের ‘দৃষ্টিকোণ’ রয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায় পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে কুকুরটি সামনের পায়ে লাভ ইমেজি তৈরি করছে। মরিসন বলেন যে এটি তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের। কুকুরটির মুখে একটি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে যা কোনও একটি প্রেক্ষারের রিয়াকশন তুলতে সক্ষম। আইপিএলে কুকুরটির আমদানির পর থেকেই বিভিন্ন খেলোয়াড়কে কুকুরটির সঙ্গে মজা করতে দেখা গিয়েছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ধোনি সবাইকেই দেখা গিয়েছে কুকুরটির সঙ্গে সময় কাটাতে। একটি ভিডিওতে দেখা যায় ধোনি মাঠ থেকে কুকুরটিকে তুলে মাঠের বাইরে নিয়ে যান। তার সঙ্গে হাত মেলায়। আবার হার্দিককে কুকুরটিকে তার দিকে ডেকে খুনসুটি করতে দেখা যায়। মুম্বই ইন্ডিয়ানের রিস টপলির সামনে কুকুরটি হঠাৎ দু-পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে চমকে যান তিনি। ম্যাচ চলাকালীন চিয়ার লিডারদেরকেও রোবট কুকুরের সঙ্গে খেলতে দেখা যায়। ম্যাচ চলাকালীন রোবট কুকুরটির সঙ্গে মজা করতে দেখা গিয়েছে চিয়ার লিডারদের। এখন শুধু খবি তোলা, প্রেক্ষারদের রিয়াকশন ক্যামেরাবন্দি করার জন্যই নয়। খেলার টসের জন্য করেন নিয়ে যাওয়ার কাজও করছে রোবট কুকুরটি। ভবিষ্যতে দর্শকদের অভিজ্ঞতাকে আরও ভালো করে তোলার জন্য ব্যবহার করা হবে রোবট কুকুরের।

আইএসএল সেমিতে বাগানের কাছে আটকে ‘মেন অফ স্টিল’ পাখির চোখ সুপার কাপ

জামশেদপুর, ২১ এপ্রিলঃ ২০২৫ সালের কালিদ সুপার কাপ শুরু হয়েছে কেরালা রাষ্ট্রসর্গ বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে। এর মধ্যেই ‘মেন অফ স্টিল’ নামে পরিচিত জামশেদপুর এফসি তাদের প্রস্তুতিতে নিয়ে এসেছে নতুন মাত্রা। খেলোয়াড়রা জিমে ঘাম বরাচ্ছেন, নিজেদের শরীরের সর্বোচ্চ ফিটনেসে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আগামী ২৪ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে হায়দরাবাদ এফসির বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নিরলস অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। জিমে শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি, খেলোয়াড়দের চোখে মুখে স্পষ্ট লড়াইয়ের আগুন। তাদের প্রত্যয় দুট-এইবার

সেই হার এখন দলের কাছে এক রকম প্রেরণা। তারা বুঝতে পেরেছে কী ভুল হয়েছিল এবং সেই ভুল শুধরে নিতে তারা কাজ করছে প্রতিদিন। জিমের পাশাপাশি মাঠে চলছে কৌশলগত পরিকল্পনা, হায়দরাবাদের শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হচ্ছে নতুন গেমপ্ল্যান। এই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি-তাদের অদম্য স্প্রিংহা। মাঠে নামার আগেই জামশেদপুর শহরে স্তব্ধ হয়েছে উত্তেজনা। সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধছে যে এবার তাদের দল টুফি নিয়ে ঘরে ফিরবে। স্ট্যান্ডে বসে নয়, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে মুখিয়ে আছেন হাজারো সমর্থক। টুর্নামেন্টের



হায়দরাবাদকে হারিয়ে গত হাবের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এটি শুধু আরেকটা ম্যাচ নয়, বরং সম্মান পুনরুদ্ধার এবং মরসুমের নতুন শুরু করার উপযুক্ত মঞ্চ। প্রধান কোচ খালিদ জামিলের অধীনে জামশেদপুর এফসি বরাবরই পরিচিত হয়েছে লড়াই মানসিকতার জন্য। ইনজুরি, হার কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতি-সবকিছুর মধ্যেও এই দল ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি দেখিয়েছে বরাবর। আর তাই এবার সুপার কাপে সেই সাহস আর পুনর্জাগরণের কাহিনি নতুনভাবে রচিত হবার অপেক্ষা। গত আইএসএল মরসুমের সেমিফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে হার জামশেদপুর এফসিকে বেশ ডেডও দিয়েছিল। কিন্তু

শুরুতেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, যেখানে দুই দলেরই রয়েছে ইতিহাস ও প্রতিপোধের গল্প। হায়দরাবাদ এফসি, যারা মরসুমের মাঝামাঝি থেকে ফর্মে ফিরে এসেছে, তারাও কিছু কম নয়। কিন্তু জামশেদপুর জাদে কীভাবে তাদের হারানো যায়। সবকিছু মিলিয়ে, ২৪ এপ্রিল হতে চলেছে এক উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই, যেখানে কেবল ফুটবল নয়, লড়াই হবে আত্মসম্মান, সাহস ও গৌরবের। জামশেদপুর এফসি প্রস্তুত তাদের সর্বোচ্চটা দিতে। আর এই যুদ্ধে, গোটা শহর, দল এবং সমর্থকরা একসঙ্গে বাঁচবে, লড়বে, আর স্বপ্ন দেখবে-কালিদ সুপার কাপ ২০২৫-এর বিজয় মুকুট জয়ের।

আইসিসির সভায় জয় শাহকে প্রস্তাব দেবে সৌরভের কমিটি

মুম্বই, ২১ এপ্রিলঃ জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার পর প্রথম বার্ষিক সভার জন্য সিদ্ধাপুরকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই সভায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটি এক দিনের ক্রিকেটের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য একটি প্রস্তাব দিতে পারে। ২৫ ওভারের পর একটি বল ব্যবহারের নিয়ম চালু করতে চায় ক্রিকেট কমিটি। লক্ষ্য রিভার্স সুইং ফিরিয়ে আনা। এখন পুরো ৫০ ওভার খেলা হয় দু’টি বলে। টেস্ট ক্রিকেটের একটি দিনে যাতে নিশ্চিত ভাবে ৯০ ওভার খেলা হয়, তার জন্য এ বার থেকে ঘড়ি

ব্যবহার করা হতে পারে। সৌরভের কমিটি প্রস্তাব দিতে পারে, একটি ওভার শেষ হওয়ার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে পরের ওভার শুরু করতে হবে। ঘড়িতে মাথা হবে সময়। আর যথেষ্ট সময় নিতে পারবেন না অধিনায়কেরা। আইসিসি কর্তৃদের ভাবনায় এক জোড়া বিশ্বকাপ শুরুর ভাবনাও রয়েছে। পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ এক দিনের বিশ্বকাপ শুরুর প্রস্তাব দিতে পারে ক্রিকেট কমিটি। উল্লেখ্য, এখন শুধু পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ এক দিনের বিশ্বকাপ হয়।

আবার নাইট শিবিরে ফিরলেন অভিষেক নায়ার, ভাঙলেন নীবরতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ টানা সাত বছর কেকেআরে থাকার পর গত বছর আইপিএল জয়। এরপরই গৌতম গম্ভীরের সহকারী কোচ হিসেবে ভারতীয় দলে অভিষেক হয় অভিষেক নায়ারের। কিন্তু সুখকর হল না। বছর পেরোতে না পেরোতেই গম্ভীরের ডেপুটির পদ থেকে ছাটাই হলেন অভিষেক। সহকারী কোচ হিসেবে যোগ দিলেন কেকেআরে। ইডেনে পা রেখেই মুখ খুললেন নাইটদের ব্যাটিং কোচ। কী বললেন অভিষেক? গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি লাল বলে। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ক্রিসসুইপ হয়েছিল ভারত। দেশের মাঠে বিশেষ করে স্পিনিং ট্র্যাকে ভারতকে উড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন কোনও বিদেশি টিমই দেখে না। কিউয়িরা অসাধ্যসাধন করেছিল কার্যত। তারই রেশ ছিল পরের সিরিজেও। বর্ডার গাভাসকার টুফিতে ও ১-৩ হার ভারতের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও যেতে পারেনি ভারত। রোহিত, বিরাটদের সমালোচনা এখনও



থামেনি। ব্যাটিং ডরাডুবির জন্যই যে একের পর এক সিরিজে মুখ ধুবড়ে পড়েছে ভারত, বিশেষজ্ঞরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। আর তাই অভিষেক নায়ারের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আইপিএল চলছে এখন। এরপরেই ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার পিচে ছিল বাতাস। ইংল্যান্ডে থাকবে সুইং। অতীতে রহানে, পূজারা, বিরাটদের মতো সিনিয়ররা ছাড়া ইংল্যান্ডে কেউই খুব একটা সফল নন। তাই গম্ভীরের কোচিং টিমে কোপ পড়েছে। আসলে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে বোর্ড কোনওরকম দৃষ্টি নিতে নারাজ। ভারতীয় দল থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর ফের কেকেআরে সহকারী কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন অভিষেক। গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ইডেনে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভারতীয় দল নিয়ে মুখ খোলেনি তিনি। তবে কেকেআরে প্রত্যাবর্তনে সন্তি নাইট শিবিরে। তিনি বলেছেন, “ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞ। ফিরে এসে ভালো লাগছে।”

ভালভেদের শেষ সময়ের গোলে রিয়াল মাদ্রিদের স্বস্তির জয়

বিবর্ণ প্রথমার্ধের পর আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে অনেক চেষ্টা করেও মিলছিল না কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা, জেঁকে বসেছিল পয়েন্ট হারানোর শঙ্কা। যোগ করা সময়ে চমৎকার গোলে দলকে স্বস্তির জয় এনে দিলেন ফেদেরিকো ভালভের্দে। লিগ টেবিলে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান আবার চার পয়েন্টে নামিয়ে আনল কার্লো আনচেলত্তির দল।

মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিলঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আট থেকে বিদায়ের পর প্রথমবার মাঠে নেমে সান্তিয়াগো বের্নাবৌয়ে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে শিরোপাধারীরা। ৬২ ম্যাচে ২১ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে গোলের জন্য পাঁচ শটের কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারা রিয়াল বিরাটের পর আরও ১৭টি শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। পুরো ম্যাচে বিলবাওয়ের তিন শটের শুধু একটি লক্ষ্যে ছিল। নিষেধাজ্ঞার কারণে এই ম্যাচে প্লেগেতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। তবে সতীর্থদের সমর্থনে জোয়াতে বের্নাবৌয়ের স্ট্যান্ডে ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি তারকা। বল দখলে শুধু থেকে রিয়াল আধিপত্য করলেও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। ভিনিসিউস জুনিয়র ব্যতীত দলের আর কারও খেলায় গতিও দেখা যাচ্ছিল না। ২৮তম মিনিটে দারুণ ক্ষিপ্ততায় প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের বাধা এড়িয়ে বক্সের

বাইরে থেকে শট নেন ভিনিসিউস, ক্রসবারের সামান্য ওপর দিয়ে যায় বল। ৩৬তম মিনিটে লুকা মন্ড্রিকের কনারে কাছ থেকে ভালভের্দের হেড



যায় গোলরক্ষক বরাবরা। ৪৮তম মিনিটে বক্সে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের পাশ দিয়ে রক্তিশোর কোনাকুনি নিচু শট পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায়। দুই মিনিট পর

মাঝমাঠ থেকে বল ধরে এগিয়ে দুজনকে গতিতে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে শট নেন এদুয়ার্দো কামাভিসা, কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন উনাই সিমোনা। ৫৮তম মিনিটে দানি সেবায়োসকে তুলে তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এন্ড্রিককে মাঠে নামান রিয়াল কোচ আনচেলত্তি। পরের মিনিটে প্রথম

কোনো পরীক্ষা দিতে হয় থিবো কোর্ভোয়াকে। উনাই গোমেসের নিচু শট ঠেকান বেলজিয়ান গোলরক্ষক। ৬১তম মিনিটে ভিনিসিউসের চমকার ক্রসে ছয় গজ বক্সের ওপর লাফিয়ে জুড় বেলিংহ্যামের নেওয়া হেড একহাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান সিমোনা। ওই কর্নারে বেলিংহ্যামের আরেকটি হেড পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৬৭তম মিনিটে ভালভের্দের শট লাগে পার্শ্বের জালে। ৭৯তম মিনিটে বক্সের বাইরে বাঁ দিকে বল পেয়ে দারুণ নেপথ্যে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে পাঠান ভিনিসিউস, কিন্তু বিল্ডআপের সময় এন্ড্রিক অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। লম্বা সময় নিয়ে ভিএআর মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত জানান ফেরারি। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন ভালভের্দে। বক্সে বিলবাও বল ক্রিয়ার করতে বাধ্য হওয়ার পর প্রথম স্পর্শে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের দুর্বল ভলিতে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন উরুগুয়ের তারকা। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা বের্নাবৌ।